ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

NARSINGHA

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ হাইব্রিড মডেলেই হতে পারে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

আইএসএলে ৮৩ দিন পর হারল মোহনবাগান ৭

কলকাতা ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ ৫ পৌষ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.12.2024, Vol.18, Issue No. 190, 8 Pages, Price 3.00

‘ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি’ জঙ্গিদের নিশানায় শিলিগুড়ি করিডর !

গুয়াহাটি ও কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর: দেশজুড়ে জেহাদের জাল! বুধবার রাজ্য ও অসম পুলিশের যৌথ অভিযানে মুর্শিদাবাদ থেকে ধরা পড়ে বাংলাদেশের এই জঙ্গি সংগঠনটির দুই সদস্য জেরায় জানায়, তাদের নিশানা ছিল ‘শিলিগুড়ি করিডর’। ভূকৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় আঘাত হেনে গোটা ভারত উত্তপ্ত করার ছক কষেছে আল কায়দার ছায়া সংগঠন এবিটি। শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে আনসারুল্লা। এবার তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করল রাজ্য পুলিশ।

শেখ হাসিনাহীন বাংলাদেশে ক্রমেই সক্রিয় জেহাদি শক্তির সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গিরা হাত মেলাচ্ছে বলে খবর। ওপার বাংলায় বসেই ভারতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর ছক কষা হচ্ছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা মারফত এমনই তথ্য পেয়ে অভিযানে নামে অসম এসটিএফ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সন্ত্রাসীদের প্ল্যান ভেস্তে দিতে গত ১০ ডিসেম্বর ‘অপারেশন প্রঘাত’ শুরু করে অসম পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। গত ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর, দু’দিনের অভিযানে অসম, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় অসম থেকেই। বাংলার মুর্শিদাবাদ থেকে ধৃত দুই সন্দেহভাজন।

দেশবিরোধী কার্যকলাপের প্রশ্নে ধৃতদের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ভয়ানক’ বলে বর্ণনা করেছেন অসম পুলিশের স্পেশ্যাল ডিজি হরমিত সিং। বস্তুত, ধৃতদের কাছ থেকে মিলেছে বিভিন্ন নিষিদ্ধ বই, উস্কানিমূলক নথিপত্র। পাওয়া গিয়েছে, বিভিন্ন জঙ্গি নেতার বক্তব্য সম্বলিত পেন ড্রাইভ। ধৃতদের মোবাইলগুলিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে বিভিন্ন বই, উস্কানিমূলক নথিপত্র-সহ একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

অসম পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত এমডি সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখ বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে পাকড়াও করা হয় কেরল থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থেকে মহম্মদ আবাস ও মিনারুল শেখ নামে দু’জন গ্রেপ্তার হয়। তাদের কাছ থেকে চারটি মোবাইল ও একটি পেন ড্রাইভ উদ্ধার হয়। এনিয়ে অসম এসটিএফ বিবৃতি দিয়ে জানায়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জেহাদের বিষ ছড়াতে ওই বাংলাদেশি জঙ্গিকে গত নভেম্বর মাসেই পাঠানো হয়েছিল। এই জেহাদিদের লক্ষ্য পৃথক স্লিপার সেল তৈরি করা। কয়েকদিন আগেই গোয়েন্দা সূত্রে খবর এসেছিল, মহম্মদ ফারহান ইসরাকের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যে মডিউল তৈরির পরিকল্পনা চলছে। এই ইসরাক আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান জসীমউদ্দিন রহমানির খুব কাছের সহযোগী। এই জঙ্গি সংগঠনটি আল কায়দার ছায়া সংগঠন হিসাবেই পরিচিত। পাশাপাশি এদের যোগ রয়েছে বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিন (জেএমবি), হিজবুত তাহারির মতো জেহাদি গোষ্ঠীর সঙ্গে।

নেপাল-ভুটান সীমান্ত নিয়ে ভারত চিন্তিত নয়, দাবি শাহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: প্রতিবেশী দুই দেশ নেপাল এবং ভুটানের সীমান্ত নিয়ে ভারত একেবারেই চিন্তিত নয় বলেই সশস্ত্র সীমা বলের ৬১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে শুক্রবার এসএসবি-র শিলিগুড়ি হেডকোয়ার্টারে দাঁড়িয়ে দাবি করলেন অমিত শাহ। মাওবাদী মোকাবিলায় সশস্ত্র সীমা বলের প্রশংসায় তিনি বলেন, ‘বন্ধ সীমান্তে কাজ করা অনেকটা সুবিধার। কারণ সেই সীমান্ত দিয়ে কেউ পারাপার করতে পারে না। তবে মুক্ত সীমান্তে জওয়ানদের কাজ অনেকটা কঠিন এবং জটিল। সেক্ষেত্রে এসএসবির ভূমিকা পালন সত্যিই অনস্বীকার্য। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমরা আমাদের প্রতিবেশী দুই দেশ নেপাল এবং ভুটানের সীমান্ত নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নই।’

উল্লেখ্য, নেপাল এবং ভুটানের প্রায় ২,৪৫০ কিলোমিটার সীমান্তে ‘নো ম্যান্ডস ল্যান্ডে’ জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে এসএসবি। শাহ জানান, গত তিন বছরে ১১০০ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে সশস্ত্র সীমা বল। ১০০০ একরের বেশি জমি জবরদখল মুক্ত করা ছাড়াও, চার হাজারের বেশি পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। ১৮১ জন মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। অভিযানে ৮০১ জনকে পাচারের আগেই উদ্ধার হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ২৩১ জন নাবালক-নাবালিকা।

শিলিগুড়ি করিডর এবং জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘শিলিগুড়ি করিডর ভৌগোলিক ভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়িতে এসএসবির হেডকোয়ার্টার হওয়ায় আমরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত। জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিরোধে দারুণ ভূমিকা নিয়েছে এসএসবি।’ শাহ জানান, ৬০০-র বেশি মাওবাদী গ্রেপ্তার, ১৫ জন মাওবাদী নেতাকে ‘এনকাউন্টার’ করতে সমর্থ হয়েছেন সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানরা। ১৯ জঙ্গিকে খতম করেছেন সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানরা। বিহার, ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী কার্যকলাপ অনেকাংশে বন্ধ করা সহ উত্তরাখণ্ডেও মাওবাদী দমনে ভালো কাজ করছে এসএসবি। সেখানে ১৪ জন মাওবাদী গ্রেপ্তার হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে নীরব থাকলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রায় রাত বারোটা নাগাদ দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা পৌঁছন অমিত শাহ। রাতে এসএসবি’র অতিথিশালায় তিনি রাত্রিবাস করেন। এদিন এখানে অন্যান্য কাজ সারার পর এখান থেকে তাঁর ত্রিপুরা যাওয়ার কথা।

শিলিগুড়ি থেকে উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্তে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানদের জন্য একটি আধুনিক ভবনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, সাড়ে তিন একর জমির ওপরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট চারটি ভবন তৈরি হয়েছে। শাহ ওই ভবন উদ্বোধনের সময়ে পেট্রাপোল সীমান্তে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার, বনগাঁর কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক।

শিলিগুড়িতে শাহের সঙ্গে এসএসবির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মণরা। এসএসবি-র ৩৫ জন সেনা জওয়ান এবং আধিকারিককে সেবাপদক দিয়ে সম্মানিত করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

জঙ্গলে টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোপালের এক জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করল আয়কর দপ্তর। শুধু টাকা নয়, ৫২ কেজি সোনাও পাওয়া গিয়েছে। জঙ্গলে একটি পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে ওই টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে মেন্ডোরির কাছে জঙ্গলে একটি গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই খবর পাওয়ার পরই জঙ্গলে তল্লাশি চালানোর সময় গাড়ির ভিতর টাকার স্তূপ দেখতে পায় তারা।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজস্থানের জয়পুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে বিস্ফোরণের জেরে ঝলসে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত প্রায় ৪০ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা প্রশাসনের। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জয়পুরের এক পেট্রোল পাম্পের কাছে। দুর্ঘটনার পর বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এতটাই তীব্র ছিল যে, ১০ কিলোমিটার দূর থেকে তা শোনা গিয়েছে। পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি রাসায়নিক এবং তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন লেগে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

হট্টগোলেই শেষ সংসদ

রাহুলের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: হই হট্টগোলের মধ্যেই কার্যত নিষ্ফলা ভাবে শেষ হয়ে গেল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। এক দেশ, এক ভোট সংক্রান্ত দু’টি বিল পাঠানো হল যৌথ সংসদীয় কমিটিতে।

অমিত শাহর আম্বেদকরকে নিয়ে করা ‘ফ্যাশন’ মন্তব্যে এদিনও সকাল থেকে সরগরম ছিল রাজধানী। এদিন সকাল থেকেই বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। প্রত্যেক বিরোধী সাংসদ হাতে ‘আই অ্যাম আম্বেদকর’ লেখা ব্যানার নিয়ে সংসদ চত্বরেও দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। পালটা সংসদ চত্বরে বিজেপি সাংসদদের বিক্ষোভে সরগরম পরিস্থিতির মধ্যেই অধিবেশন শুরুর পরই মুলতুবি হয়ে যায়।

চলতি অধিবেশনের শেষ কাজ হিসাবে এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত দু’টি বিল যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। চমকপ্রদ ভাবে এক দেশ এক ভোটের যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্যসংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। প্রথমে ওই জেপিসিতে মোট ৩১ জন সদস্য থাকবেন বলে ঘোষণা করা হলেও, পরে ছোট রাজনৈতিক দলগুলিও ওই কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব দাবি করতেই জেপিসির সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৯ করে সরকার। এর মধ্যে ২৭ জন লোকসভা সাংসদ এবং একজন রাজ্যসভার সাংসদ রয়েছেন। ৯০ দিনের মধ্যে যৌথ সংসদীয় কমিটিকে এই বিল নিয়ে বিশদে আলোচনার করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। তবে কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে এই বিল নিয়ে আলোচনা হবে বলে খবর।

শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিন রাহুলের সাসপেনশনের দাবিতে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। নিশিকান্ত দুবের অভিযোগ, অমিত শাহর ভুয়ো ভিডিও শেয়ার করেছেন রাহুল। যা ঘোরতর অপরাধ। এটা একই সঙ্গে স্বাধিকার ভঙ্গ এবং সংসদের অবমাননা। অবিলম্বে রাহুলকে সাসপেন্ড করা উচিত। বিজেপি সূত্রের খবর, রাজ্যসভায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধেও একই রকম স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দেওয়া হচ্ছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

যোগীর অ্যাকশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্ভলের সপা সাংসদের বিরুদ্ধে গত ২৪ ঘণ্টায় তল্লাশি অভিযান, এফআইআর, বিদ্যুৎ সংযোগ কাটার পর এবার বুলডোজার চলল জিয়াউর রহমানের বাড়িতে। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বাড়ির সামনের সিঁড়ির অংশ। গোটা ঘটনার পিছনে বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি দেখছে সপা। অভিযোগ, সাংসদ যেখানে বাড়ি তৈরি করেছেন তার জন্য পুরসভা থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। অভিযোগ তোলা হয়েছে বাড়ির পাশের নিকাশি নালার ওপর সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে সিঁড়ি নির্মাণ করেছেন তিনি।

ফের বিধ্বংসী আগুন তপসিয়ায়। শুক্রবার দুপুরে ভস্মীভূত একের পর এক ঝুপড়ি। —অদিতি সাহা

বাবরি ইস্যু আর চাই না, মন্তব্য ভাগবতের

পুনে, ২০ ডিসেম্বর: বাবরির মতো ইস্যু আর চাই না। ঘৃণার বশে অন্যের ধর্মকে আক্রমণ কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। মন্দির-মসজিদ ইস্যুকে খুঁচিয়ে তুলে উত্তেজনা ছড়ানোয় এ ভাবেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সরসংঘপ্রধান মোহন ভগবত। পুনেতে ‘বিশ্বগুরু ভারত’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে গিয়ে ধর্মীয় হিংসার বদলে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন তিনি। ঘৃণার বশে অন্যের ধর্মকে আক্রমণ কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় বলে মনে করেন আরএসএস প্রধান। সতর্ক করেছেন উঠতি হিন্দুত্ববাদী নেতাদের।

এরপরই হিন্দুত্ববাদী উঠতি নেতাদের কড়া বার্তা দেন আরএসএস প্রধান। বলেছেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রীতির আবহে বসবাস করছি। আমরা যদি বিশ্বকে এই সম্প্রীতি প্রদান করতে চাই তবে আমাদের এর একটা মডেল তৈরি করতে হবে। রামমন্দির নির্মাণের পর, কিছু লোক মনে করে যে, তারা নতুন জায়গায় একই ধরনের ইস্যু তুলে হিন্দুদের নেতা হতে পারে। এটি গ্রহণযোগ্য নয়।’

মোহন ভাগবত বলছেন, ‘রাম মন্দির-বাবরি মসজিদের মতো ইস্যু আর চাই না। রাম মন্দির ছিল হিন্দুদের আস্থার বিষয়। হিন্দুরা চাইছিলেন মন্দির নির্মাণ হোক। রাম মন্দির নির্মাণটা তাই জরুরি ছিল। কিন্তু শুধু ঘৃণা আর শত্রুতার বশবর্তী হয়ে অন্য কোনও জায়গা নিয়ে এই ধরনের ইস্যু তৈরির চেষ্টা করলে সেটাকে সমর্থন করা যাবে না।’

তিনি বলছেন, ‘কী ভাবে সব ধর্মের মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে, সেটার উদাহরণ হিসাবে উঠে আসা উচিত ভারতের। আমাদের বিশ্ব শান্তি নিয়ে বড় বড় জ্ঞান শুনতে হয়। অথচ দেখুন প্রতিবেশী দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের কী অবস্থা।’ আরএসএস প্রধানের মুখে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা। খানিকটা চমকপ্রদ মনে হলেও মোহন ভাগবত বলছেন সংখ্যালঘু অধিকারের কথা। তাঁর কথায়, ‘উগ্রতা, ধর্মীয় আগ্রাসন, পেশিশক্তির প্রদর্শন, অন্য ধর্মের অপমান, এসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়।’

ভাগবত বলেছেন, ‘এখন সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যারা সরকার চালায়। আধিপত্যের দিন চলে গিয়েছে।’ তাঁর দাবি, ‘সংখ্যালঘু কে? সংখ্যাগুরু কে? সবাই এখানে সমান। এটাই দেশের ঐতিহ্য। সম্প্রীতি রয়েছে।’ এই প্রসঙ্গেই ভাগবত বলেন, ‘প্রতিদিনই নতুন নতুন বিবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। এটা কী ভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব? এভাবে চলতে পারে না। ভারতকে দেখাতে হবে যে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি।’ পরধর্ম সহিষ্ণুতার উদাহরণ দিতে গিয়ে তুলে ধরেন রামকৃষ্ণ মিশনে ক্রিসমাস পালনের রীতিকে। জোর দিয়ে বলেন, ‘কেবল আমরাই এটা করতে পারি কারণ আমরা হিন্দু।’

রামমন্দির নির্মাণের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক মুসলিম ধর্মস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের শাহি জামা মসজিদ এমনকী রাজস্থানের আজমেঢ় শরিফেও হিন্দু ধর্মস্থান ছিল বলে দাবি করছেন স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী নেতারা। দেশকে দুনিয়ার সামনে রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতীয়দের আগের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন ভাগবত।

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি — বিচিত্রা

সোম — স্বাস্থ্য বীমা

মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি

বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি

বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং

শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ

শনি — অর্ধেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই “বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)” কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৩১ নং এফিডেভিট বলে Barun Baral S/o. Jagabandhu Baral ও Barun Boral S/o. J. Boral সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Bapi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Rokiya Khatun & Rokaiya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে Jiten Bag S/o. Shambhu Bag ও Jitendra Bag S/o. S. N. Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Kousshik Nanndy S/o. Sanku Nandy ও Kousick Nandy S/o. S. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮৬৩ নং এফিডেভিট বলে Amit Mishra S/o. Shri Chandra Mishra ও Amit Kr Mishra S/o. C. Mishra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে Rayhan Molla S/o. Abdul Ohid Molla ও Rayhan Molla S/o. O. Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৯২৬ নং এফিডেভিট বলে Gopal Das ও Gopal Ch. Das S/o. Nimai Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৩০ নং এফিডেভিট বলে Santosh Kumar Chandra S/o. Brojo Kishore Chandra ও Santosh Kr. Chandra S/o. Lt. B. K. Chandra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী শুভজিৎ পাল, পিতা-শ্রী উত্তম পাল গ্রাম- শ্রীমন্তপুর; পোষ্ট-খাসবাড়, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-এর একজন স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে।

আমার মক্কেল ঘাটাল থানার অন্তর্গত জে. এল. নং- ১০ অধীন শ্রীমন্তপুর মৌজায় হাল পর্চায় ১৩৩৯ নম্বর খতিয়ানে সাবেক ১৩৩৪ তথা হাল ১৪১৬ নম্বর দাগে ১২ শতক ভূমি ৭৮০৬/২০২৩ দলিল মূলে খরিদ করেন, যাহা IV-২১/২০১৭ ও ২২/২০১৭ নম্বর আমমোক্তার মূলে ঘাটাল রেজিস্ট্রি অফিসে ছায়া রানী পাল ও তারা শংকর পাল, তাপসী প্রতিহার ও মানসী মাল, অরবিন্দ পাল পিতা- পঞ্চানন পাল -কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ অভিযোগ থাকলে আগামী ০১ মাসের মধ্যে বি.এল এন্ড.এল আর ও অফিসে অভিযোগ দায়ের করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।
তারিখ-

অ্যাডভোকেট
Haradhan Chakraborty
Advocate
Ghatal Civil & Criminal Court
Regd. No.- F/518/557/2018

জমি বিক্রয়

আমি সরোজিত সর্দার পিতা মাদার সর্দার সাং পশ্চিম ইচ্ছাপুর পোষ্ট শক্তিনগর থানা- কোতোয়ালি জেলা-নদীয়া Rs. 20793 L.R. 16032 JL- ও মৌজা নং ৯২ এই জমি আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিব। জমির পরিমান ২৭ শতক। M- No- 8391082287

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the District Delegate, Medinipur
Prob. Case No. 143 of 2019

সুজিত কুমার পাত্র......আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে **ভবানী বালা পাত্র** গত ইং ০৯.০৬.২০১৯ তারিখে পলাশী, মেদিনীপুরে মারা যাওয়ায় গত ইং ২১.১১.২০১৭ তারিখে সম্পাদিত ও গত ইং ১২.১২.২০১৭ তারিখে নোটারি কর্তৃক অথেন্টিকেটেড **৭১২৮/২০১৭ নং উইলের** প্রবেট পাইবার জন্য অবেদনকারী অত্র প্রবেট মোকর্দ্দমা করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

SCHEDULE

Dist.-Paschim Medinipur, P.S. & Sub-Registry Office- Medinipur, Mouza- Bargouranga, J.L.No.-277, L.R. Khatian No. 101 (Hal), R.S. Plot No. 189, Dhani Soyem, Area 40 dec., R.S. Plot No. 372, Dhani Soyem, Area 68 dec., **Total Area = 108 dec. Plot No.189 :- Butted & Bounded By**: North: Nitai Mana, South: Telegram Mandir, East: Rampal, West: School. **Plot No. 372 :- Butted & Bounded By:** North: Tapan Bhunia, South: Chitta Dolai, East: Nitai Pal, West: Durga Pal,

অনুমত্যানুসারে
Laxman Sing (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মেদিনীপুর,
০৩.১২.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী হলধর বেরা, পিতা- যুগল বেরা গ্রাম- কিসমত দীর্ঘগ্রাম পোষ্ট-দীর্ঘগ্রাম, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর -এর একজন স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে।

আমার মক্কেল ঘাটাল থানার অন্তর্গত জে. এল. নং-৩ অধীন নারায়নচক মৌজায় হাল পর্চায় ৩১১ নম্বর খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ১৪৪ নম্বর দাগে ৪ শতক ভূমি ৩৭৯৭/২০২৪ দলিল মুলে খরিদ করেন, যাহা IV-৪১/২০১৩ নম্বর আমমোক্তার মূলে ঘাটাল রেজিস্ট্রী অফিসে মলয় কুমার দে ও মনোজ কুমার দে, রামপ্রসাদ ঘোষ, পিতা-মৃনাল কান্তি ঘোষ-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ অভিযোগ থাকলে আগামী ০১ মাসের মধ্যে বি.এল এন্ড .এল.আর.ও অফিসে অভিযোগ দায়ের করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।
তারিখ-১৬/১২/২৪

অ্যাডভোকেট
Haradhan Chakraborty
Advocate
Ghatal Civil & Criminal Court
Regd. No.- F/518/557/2018

NOTICE

This is to inform that, my client **SUSANTA MANDAL** Son of Late Shailendra Nath Mandal, residing At + P.O. : Ramrajatala, P.S. : Santragachi, Dist - Howrah, WB-711104, executed General Power of Attorney in respect of 29 Dec. property, vide Deed No IV-149 at Kharagpur A.D.S.R on 21/07/ 2008 in favour of **MANORANJAN METYA**, S/o - Late Hiralal Metya are resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 29 Dec. property, R.S. Plot No. 2003, LR Plot No. : 22 09, Khatian No. 441(R.S.), 5529(L.R.) J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 04.80 Dec. area of the said property to **Aparna Metya** W/o- **Manoranjan Metya**, resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-8834/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 19/11/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার নিম্ন লিখিত মক্কেলগন তাহাদের নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি পম্পা রায় চৌধুরী দীং এর আমমোক্তার সৌম্য ব্যানার্জ্জীর নিকট হইতে নিম্ন লিখিত দলিল নং মুলে খরিদ করিয়া নবদ্বীপ বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে নাম পত্তন করিতে দেবেন। কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট আপত্তি জানাইবেন। অনাথায় নাম পত্তন হইলে কোন আপত্তি কার্য্যকর হইবে না। ১) সমীর ঘোষ, পিতা নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, পো:-বাবলারী, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া। তপশীল - জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ১৬, এম.এম.চন্ডীদাস রোড, মৌজা ২০ নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আর.এস ১০৯৭৩, এল.আর ১৩৮৪০, দাগ নং আর.এস ৩৭৪৫, এল.আর ৫৭৫৪, রকম ভিটি, পরিমান ২.৯৬ শতক, দলিল নং ২৮৯৪/২০২৪। ২) পাপল কুমার রায়, পিতা শ্রী প্রশান্ত কুমার রায়, মাথাপুর রোড, পো:- ও থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া। তপশীল - জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ১৬, এম.এম.চন্ডীদাস রোড, মৌজা ২০ নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আর.এস ১০৯৭৩, এল.আর ১৩৮৪০, দাগ নং আর.এস ৩৭৪৫, এল.আর ৫৭৫৪, রকম ভিটি, পরিমান ৩ শতক, দলিল নং ৩৫৩৭/২০২৪। ৩) পিন্টু মন্ডল, পিতা মৃত লক্ষন চন্দ্র মন্ডল, রামেশ্বরপুর বিবেকানন্দ পল্লী, পো:- ও থানা কালনা, জেলা পূর্ব বর্ধমান। তপশীল - জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ১৬, এম.এম.চন্ডীদাস রোড, মৌজা ২০ নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আর.এস ১০৯৭৩, এল.আর ১৩৮৪০, দাগ নং আর.এস ৩৭৪৫, এল.আর ৫৭৫৪, রকম ভিটি, পরিমান ৩.২২ শতক, দলিল নং ২৪৩৯/২০২৪। ৪) পিন্টু মন্ডল, পিতা মৃত লক্ষন চন্দ্র মন্ডল, রামেশ্বরপুর বিবেকানন্দ পল্লী, পো:- ও থানা কালনা, জেলা পূর্ব বর্ধমান। তপশীল - জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ১৫,১৬ এম.এম.চন্ডীদাস রোড, মৌজা ২০ নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আর.এস ১০৯৭৩, এল.আর ১৩৮৪০, দাগ নং আর.এস ৩৭৪৫, এল.আর ৫৭৫৪, রকম ভিটি, পরিমান ১.২৯ শতক, খতিয়ান নং আর.এস ১০৯৭৫, এল.আর ১৩৮৪০, দাগ নং আর.এস ৩৭৪৭, এল.আর ৫৯৩৫, রকম ভিটি, পরিমান .১৩ শতক, খতিয়ান নং আর.এস ১০৯৭৫, এল.আর ১৩৮৪০, দাগ নং আর.এস ৩৭৪৬, এল.আর ৫৯৩৪, রকম ডোবা, পরিমান ১.২৪ শতক, দলিল নং ২২২৮/২০২৪, ৫) সৌহার্দ্য রায়, পিতা শ্রী সুখেন্দু নাথ রায় এম.এম চন্ডীদাস রোড, পো:- ও থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, তপশীল - জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ১৫ এম.এম.চন্ডীদাস রোড, মৌজা ২০ নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আর.এস ১০৯৭৫, এল.আর ১৩৮৪০, দাগ নং আর.এস ৩৭৪৩, এল.আর ৫৯৩৪, রকম ডোবা, পরিমান ২.৯ শতক, দলিল নং ২৪৯২/২০২৪, ৬) সুখেন্দু নাথ রায়, পিতা মৃত ধীরেশ চন্দ্র নাথ রায়, সাং এম.এম চন্ডীদাস রোড, পো:- ও থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, তপশীল - জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ১৫ এম.এম.চন্ডীদাস রোড, মৌজা ২০ নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আর.এস ১০৯৭৫, এল.আর ১৩৮৪০, দাগ নং আর.এস ৩৭৪৬, এল.আর ৫৯৩৪, রকম ডোবা, পরিমান ২.৬৩ শতক, দলিল নং ২৪৯১/২০২৪
সীমাচল গোস্বামী, এ্যাডভোকেট, নবদ্বীপ কোর্ট, নদীয়া

NOTICE

This is to inform that, my client **Mahammad Hashim** son of Late Mahammad Abdus Samad, residing at Panchberia, P.O. : Inda, P.S. : KGP(T), Dist - Paschim Medinipur, WB-721305, executed General Power of Attorney in respect of 60.76 Dec. property, vide Deed No I-982 at Kharagpur A.D.S.R on 06/02/2024 in favour of (1) **Sher Ali Khan** S/o Late Sattar Ali Khan, (2). **Sk. Raju** S/o Late Sk. Halim, (3). **Md. Minhajuddin Aslam** S/o Mahammad Mainuddin, (4). **Samir Dey** S/o late Banamali Dey in respect of 60.76 Dec. property, R.S. Plot No. 2020, LR Plot No. : 2401, 2403, 2404 & 2208, Khatian No. 44/1(R.S.), 7955(L.R.) J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out LR. Plot No.- 2404 approx 05.08 Dec. area of the said property to **Manoranjan Metya** S/o Late **Hiralal Metya**, resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-8934/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 26/11/2024.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **SUSANTA MANDAL** S/o Late Shailendra Nath Mandal, residing At+ P.O. : Ramrajatala, P.S. : Santragachi, Dist - Howrah, WB-711104, executed General Power of Attorney in respect of 29 Dec. property, vide Deed No IV-149 at Kharagpur A.D.S.R on 21/07/2008 in favour of **MANORANJAN METYA** S/o - Late Hiralal Metya are resident at+P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 29 Dec. property, R.S. Plot No. 2003, LR Plot No. : 2209, Khatian No. 441(R.S.), 5529(L.R.) J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S.-KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 04.81 Dec. area of the said property to **Saikat Metya** S/o **Manoranjan Metya**, resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-8941/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 26/11/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **AZHAR ALI KHAN,** son of Azizur Rahaman Khan, residing At : Panchberia, P.O.: Inda, P.S. : KGP (T), Dist - Paschim Medinipur,WB- 721305, executed General Power of Attorney in respect of 03 Acr. property, vide Deed No 7073/13 at Kharagpur A.D.S.R on 09/ 12/2013 in favour of **Shamim Akhtar Khan**, S/o- Late Raja Khan are resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 08.50 Dec. property, R.S. Plot No. 88, Khatian No. 426/1 (R.S.), J.L. No.233, Mouza- Panchberia, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 04 Dec. area of the said property to **SK. Riaz** S/o- Sher Ali, resident of Panchberia, P.O.: Inda, P.S. : KGP (T), Dist -Paschim Medinipur,WB- 721305, through the Deed No. I-2677/14 of Kharagpur A.D.S.R. on 21/05/2014.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

NOTICE

This is to inform that, my client **SUSANTA MANDAL,** son of Late Shailendra Nath Mandal, residing At + P.O. : Ramrajatala, P.S. : Santragachi, Dist - Howrah, WB-711104, executed General Power of Attorney in respect of 29 Dec. property, vide Deed No IV-149 at Kharagpur A.D.S.R on 21/07/2008 in favour of **MANORANJAN METYA**, S/o - Late Hiralal Metya are resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 29 Dec. property, R.S. Plot No. 2003, LR Plot No. : 2209, Khatian No. 441(R.S.), 5529(L.R.) J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 04 Dec. area of the said property to **Aparna Metya** W/o- **Manoranjan Metya**, resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-8944/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 26/11/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস, সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে ডিসেম্বর, ৫ই পৌষ। শনিবার। ষষ্ঠী তিথি, জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্যে ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যের উদাসীনতায় বছরে ৪৫০ কোটি টাকা ক্ষতি: কলকাতা মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় লাইফ লাইন কলকাতা মেট্রো। আর সেই লাইফ লাইন-এর তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, প্রতিবছর ৪৫০ কোটি টাকার বেশি লোকসান করছে। আর এই প্রসঙ্গেই বিজেপির দাবি, রাজ্য সরকারের উদাসীনতার অন্যতম ভুক্তভোগী কলকাতা মেট্রো। ধুঁকছে একের পর এক প্রকল্প। তাতেই হচ্ছে পাহাড়-প্রমাণ ক্ষতি।

২০২১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য সামনে এনেছে কলকাতা মেট্রো। তাতেই দেখা যাচ্ছে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে কলকাতা মেট্রোর ক্ষতি হয়েছে ৪৮৭.৩৭ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে যা দাঁড়ায় ৪২৪.২৪ কোটি, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ক্ষতির পরিমাণ ৪৬৫.১১ কোটি টাকা। ক্ষতির কারণ বলতে গিয়ে একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেছে কেন্দ্র। ঠিক কীভাবে, কেন রাজ্যের কারণেই এই বিশাল ক্ষতি তাও স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে তেঘরিয়া পর্যন্ত কাজের কথা শুরুতেই বলছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের দাবি, তেঘরিয়া (হলদিরাম) পর্যন্ত কাজের ব্যয় ৫০ ইস্টু ৫০ অনুপাতে রাজ্যের সঙ্গে করতে চেয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু তাতে সায় দেয়নি রাজ্য সরকার। অন্যদিকে নিউ গড়িয়া থেকে দমদম এয়ারপোর্ট লাইন ৩২ কিলোমিটারের। সেখানে ৯.৮ কিলোমিটার কাজ শেষ হলেও ২২.২ কিলোমিটার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। কেন্দ্রের দাবি, শ্লথ গতিতে কাজের কারণ ট্রাফিক অন্যত্র সরানোর অনুমতি দেয়নি রাজ্য সরকার। একই ছবি জোকা থেকে বিবাদীবাগ পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার লাইনে। এখানে আবার জমি জটের পিছনে রাজ্যের দিকেই আঙুল তুলছে কেন্দ্র।

নোয়াপাড়া থেকে বারাসাত পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটারের লাইন। এখানেও ১৫.১৬ কিলোমিটার রাস্তায় কাজের দেরির ফলে মাইকেল নগর থেকে বারাসত পর্যন্ত (৮.১২ কিমি) জায়গায় জমি জটের জন্য রাজ্যের দিকে উঠছে আঙুল। অন্যদিকে কলকাতা পৌরসভা থেকে দেওয়া জলের পাইপলাইন রাজ্য সরকার অন্যত্র সরাতে ব্যর্থ হওয়ার পিছনে বরানগর থেকে ব্যারাকপুর লাইনে কাজে দেরি হচ্ছে বলে দাবি কেন্দ্রের।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার শিলিগুড়ির সশস্ত্র সীমান্ত অফিসে শহীদ স্মৃতিসৌধে অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

রাহুলের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস বিজেপির

প্রথম পাতার পর

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিরোধী শিবিরের দুই সাংসদ স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দিয়েছেন। রাহুলের বিরুদ্ধে এই নোটিসকে সেটারই পালটা হিসাবে ধরা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে ওই একই নোটিস পাঠিয়েছে বিরোধী শিবির। সেটারই পালটা এবার এল শাসক শিবির থেকে।

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধান সংক্রান্ত বিতর্ক চলাকালীন শাহ বলেন, 'এখন এক ফ্যাশন হয়েছে আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর। এতবার যদি ভগবানের নাম নিত তব সাতজন্ম স্বর্গবাস হয়ে যেত।' শাহর 'ফ্যাশন' মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিরোধী শিবির। কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধীদের দাবি, শাহ যে ভাবে ওই কথাগুলি বলেছেন, তাতে আম্বেদকরের চূড়ান্ত অবমাননা করা হয়েছে। বুধবারই শাহের বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশন আনেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। বৃহস্পতিবার শাহের বিরুদ্ধে একই ভাবে প্রিভিলেজ মোশন আনেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

কিন্তু বিজেপির দাবি, শাহের মন্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। যে ভিডিও বিরোধীরা প্রকাশ করেছে সেটা বিকৃত। এভাবে শাহী ভিডিও বিকৃত করে আসলে আম্বেদকরকেই অপমান করা হয়েছে। রাহুল এবং খাড়গে ওই ভিডিও শেয়ার করে সংসদের অবমাননা করেছেন বলে অভিযোগ শাহর।

১৫ হাজার টাকার নিচে স্মার্টফোন আনল রিয়েলমি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিয়েলমি, তার স্মার্টফোন পোর্টফোলিওতে একটি যুগান্তকারী সংযোজন ঘটাল রিয়েলমি ১৪ অ ৫জি বাজারে আনার সঙ্গে। ১৫ হাজার টাকর নিচে রিয়েলমি এই সেগমেন্টের প্রথম আইপি ৬৯ ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স এবং মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিস্ট্যান্স, একটি বিশাল ৬০০০ এমএএইচ ব্যাটারির সঙ্গে রয়েছে ৪৫ ওয়াটের চার্জিং এবং সনিকওয়েভ ওয়াটার ইজেকশন এবং রেইন ওয়াটার স্মার্ট টাচের মতো দুর্দান্ত সব ফিচার।

সংস্থার তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, রিয়েলমি অ্যাক্সেসযোগ্য প্রাইস পয়েন্টে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং গুণমান সরবরাহ করার তার প্রতিশ্রুতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে এটি দুটি স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে। ৬ জিবি ১২৮ যার দাম ১৪,৯৯৯ টাকা এবং ৮ জিবি ১২৮ যার দাম ১৫,৯৯৯ টাকা। এটি ফ্লিপকার্টেও উপলব্ধ।

বেনারস রোডের ওভার-ব্রিজ নির্মাণের জন্য ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া স্টেশনের অদূরেই বেনারস রোডে ওভার-ব্রিজ নির্মাণের কাজের জন্য পূর্ব রেলের ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হতে চলেছে। হাওড়া বিভাগের হাওড়া-লিলুয়া স্টেশনের মধ্যে বেনারস রোডে দুটি নতুন রাস্তা তৈরির কাজের জন্য ২১ ডিসেম্বর (শনিবার) থেকে ১ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) ট্রেন পরিষেবাতে বিশেষ কিছু ব্যবস্থার পরিবর্তন করল পূর্ব রেল। ২১ ডিসেম্বর শনিবার ও ২২ জানুয়ারি বুধবার ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া,শেওরাফুলি থেকে হাওড়া, বেলুড় মঠ থেকে হাওড়া, শ্রীরামপুর থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল, হাওড়া থেকে শেওরাফুলি,হাওড়া থেকে বেলুড় মঠ, হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর, হাওড়া থেকে পথ পরিবর্তিত হওয়া ট্রেনের একাধিক ট্রেন বাতিল। ০৩০৫১ আপ হাওড়া-বর্ধমান মেমু স্পেশ্যাল ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর আপ হাওড়া -বর্ধমান কর্ড লাইন হয়ে চলবে।

বাংলার বাড়ির শৌচালয়ের জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভক্তাদের শৌচাগার তৈরির জন্য আলাদা করে টাকা দেবে। এই প্রকল্পে ১২ লক্ষ উপভক্তাকে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এঁদের মধ্যে যাদের উপযুক্ত শৌচাগার নেই তাঁদের তা তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এজন্য তাঁদের দুই কিস্তিতে আরও ১২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই টাকার জন্য উপভক্তাদের আলাদা করে আবেদন জানাতে হবে। আবাস প্রকল্পের যেসব উপভক্তা ইতিমধ্যেই সরকারি শৌচাগার পেয়েছেন অথচ তা জ্বরা জীর্ণ হয়ে পড়েছে তাদের নতুন বাড়ির সঙ্গে শৌচালয় নতুন করে গড়ে দেওয়ার কথাও বিবেচনা করছে রাজ্য সরকার। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের যাচাই পর্ব চালুর আগেই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল (এসওপি) জারি করেছিল রাজ্য। সেই এসওপিতেই ঠিক করা হয়েছিল, অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমেই শৌচাগার, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের মতো মৌলিক সুবিধা প্রদান করা হবে। আবার এই সমস্ত উপভোক্তা পরিবারকে আনন্দধারা প্রকল্পের অধীনেও আনা হবে।

শনিবার রাজ্য মাদ্রাসা সার্ভিসের ফলাফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন স্তরে শূন্যপদে সহকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য শনিবার রাজ্য মাদ্রাসা সার্ভিস ফলাফল প্রকাশ করবে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.wbmsc.com এ গিয়ে ফলাফল জানতে পারবেন। উল্লেখ্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এক হাজার ৭২৯টি শূন্য পদে সহকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্যে নেওয়া পরীক্ষায় এক হাজার ৭৪০ জন উত্তীর্ন হয়েছেন। আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তাদের ইন্টারভিউ পর্ব শুরু হবে বলে শুক্রবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

সমবায় ব্যবস্থাকে মজবুত করতে মোতায়েত অতিরিক্ত জেলাশাসক: রাজ্যের সমবায় ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে রাজ্য সরকার এবার জেলায় জেলায় অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার একজন আধিকারিককে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতদিন সমবায়ের জন্য কোনও আধিকারিককে নির্দিষ্ট ভাবে দায়িত্ব দেওয়া ছিল না। অনেক জেলাতেই নিচুতলার আধিকারিকদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এর দিলে সমবায়ের কাজ কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছিল বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এবার একজন অতিরিক্ত জেলাশাসককে ওই কাজের দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমবায় দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তাঁরা জেলায় জেলায় সারাবছর ধরে সমবায় ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবেন। প্রত্যেক মাসে সংশ্লিষ্ট জেলার সমবায়, তাদের মাধ্যমে দেওয়া ঋণ, ঋণের হার বৃদ্ধি, নতুন সদস্য প্রভৃতি বিষয়ে রিপোর্ট তৈরির দায়িত্বও থাকবে ওই আধিকারিকের উপর।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমে হতে পারে চার্জ গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় দু'বছর ধরে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এবার সেই মামলার জাল গোটাতে মরিয়া ইডির আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবারই হতে পারে চার্জ গঠন। এদিকে সোমবার সকালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র এবং এক শিল্পপতিকে বিচারভবনে ইডির বিশেষ আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তবে এর সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে তিনজনের হাজিরার উপর। তাঁরা কেউ যদি হাজির না থাকেন, তাহলে সোমবার চার্জ গঠন হবে না।

ইডি সূত্রে খবর, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে বিদেশে রয়েছেন। শনিবারের মধ্যে তিনি দেশে ফিরছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। যে শিল্পপতির বিরুদ্ধে মামলা চলছে, তাঁর আইনজীবীকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সোমবারের মধ্যে তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। তাঁর আইনজীবী ভারচুয়াল পদ্ধতিতে হাজিরার মৌখিক আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা নাকচ করে দেয় আদালত।

অন্যদিকে, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকেও সশরীরে হাজির হতে হবে আদালতে। তিনি অসুস্থতার কারণে বারবার আদালতে হাজিরা এড়ালেও বিচারকের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, যত অসুস্থই হোন, তাঁকে আদালতে হাজির হতেই হবে। দিনের প্রথমার্ধে তিনজন গরহাজির থাকলে দ্বিতীয়ার্ধে মামলার চার্জ গঠন হতে পারে।

এই তিনজনের মধ্যে কেউ যদি সোমবার আদালতে উপস্থিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে সোমবার চার্জ গঠন সম্ভব হবে না। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার একাধিক কোম্পানি-সহ বাকি ৫১ জন অভিযুক্ত অথবা তাঁদের আইনজীবীরা হাজিরা দেন।

এদিকে গত ১৬ ডিসেম্বর নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এর পরই এই মামলায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়। বিচার ভবনের নির্দেশ ছিল, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইডিকে নথিপত্র জমা দিতে হবে। সেইমতো ইডিও চার্জ গঠনে তৎপর। তদন্তের জাল গুটিয়ে আনতে সোমবারই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা।

> মামলার জাল গোটাতে মরিয়া ইডির আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবারই হতে পারে চার্জ গঠন। এদিকে সোমবার সকালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র এবং এক শিল্পপতিকে বিচারভবনে ইডির বিশেষ আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তবে এর সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে তিনজনের হাজিরার উপর। তাঁরা কেউ যদি হাজির না থাকেন, তাহলে সোমবার চার্জ গঠন হবে না।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে 'তোলাবাজি' ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোলাবাজির অভিযোগ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে দল থেকে সাসপেন্ড হল এক যুব তৃণমূল নেতা। পাশাপাশি গ্রেপ্তারও করল পোস্তা থানার পুলিশ। ধৃত ওই যুব তৃণমূল নেতার নাম তরুণ তিওয়ারি। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৭(৭), ৩০৮(৫), ৩৫১ (৩), ৭৯ এবং ৩(৫) ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয় রাহুল পুরোহিত এবং রাহুল সিং নামে আরও ২ জনকে।

ঘটনার সূত্রপাত, হাওড়ার লিলুয়ার এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগের ভিত্তিতে। লিলুয়ার বাসিন্দা সচিন পালিত নামে ওই ব্যবসায়ীর মনোহরপুকুর রোডে একটি অফিস রয়েছে। বড়বাজার থানায় চার বছর ধরে ব্যবসা সংক্রান্ত একটি মামলা চলছে তাঁর। ব্যবসায় আইনত সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস পেয়ে পোস্তার যুব তৃণমূল নেতা তরুণ তিওয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করেন সচিন পালিত। অভিযোগ, সচিনের কাছে ৬ লক্ষ টাকা চান তরুণ তিওয়ারি।

অভিযোগকারী সচিন পালিত বলেন, 'তরুণ তিওয়ারি আমাকে বলেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। অভিষেকের সঙ্গে তাঁর ছবিও আমাকে দেখান। আমাকে ৬ লক্ষ টাকা দিতে বলেন। গতকাল আমার মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। বলেন, টাকা দিলে মাকে ছাড়া হবে। রাতে টাকা নিয়ে যাই। তিন লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছি।' এরপরই পোস্তা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সচিন পালিত।

এদিকে তরুণ তিওয়ারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস। দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁকে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ থেকে সরানোর কথা ঘোষণা করেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। তিনি জানান, তৃণমূলের কোনও সংগঠনের বৈঠকে থাকতে পারবেন না তরুণ তিওয়ারি। যুব তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তারি নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। এত বড় দল। কিন্তু, তৃণমূল ব্যবস্থা নিয়ে প্রমাণ করেছে, এত বড় সংগঠন সত্ত্বেও কেউ কোথাও কিছু করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটা তো ভাল কথা।'

গেস্টহাউজে উদ্ধার অস্ত্র, এসটিএফ'র জালে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার একটি গেস্টহাউজে অভিযান চালাল এসটিএফ। প্রথমে দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের।

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা এজেসি বোস রোডের একটি গেস্ট হাউসে অভিযান চালায়। ধৃতদের নাম রবিশ কুমার, মীরজ মালিক। তাঁরা দুজনেই বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে দুটি ৯ এমএম অটোমেটিক পিস্তল, ১৮ রাউন্ড কার্তুজ। ইতিমধ্যে আর্মস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। অস্ত্র কারবারের সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে বলেই তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র কেন তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন? কাউকে সেগুলি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল কি না, সবটাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

কিছুদিন আগেই শিয়ালদা থেকে উদ্ধার হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র। আর এবার এজেসি বোস রোড। খাস কলকাতার গেস্ট হাউসগুলোও নিরাপদ কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে আবার সামনে এসেছে জাল পাসপোর্টের রমরমাও। পাসপোর্ট থেকে আধার কার্ড, সব নথি জাল করে অপরাধীদের বাড়বাড়ন্ত চলছে বলেই তথ্য সামনে আসছে। তার মধ্যে এই অস্ত্র উদ্ধারকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিছুদিন আগে যেভাবে প্রকাশ্যে কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টা করা হয়, তাতেই নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছিল। ওই ঘটনার পর তৎপর হয় পুলিশও। তারপরও শহরে অস্ত্র উদ্ধার। কলকাতাবাসী কতটা সুরক্ষিত তা নিয়ে তৈরি হচ্ছে এক বড় জিজ্ঞাসাচিহ্ন।

আর্থিক প্রতারণা মামলায় শহরজুড়ে ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক প্রতারণা মামলায় শুক্রবার শহরজুড়ে ফের হানা দিল ইডি। বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বাড়িতে চলে তল্লাশি অভিযান। ইডি সূত্রে খবর, সাদার্ন অ্যাভিনিউ-সহ বালিগঞ্জ দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে সকাল থেকেই তল্লাশি চালাচ্ছে ইডির আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই নামী স্টিল সংস্থার কর্ণধার সঞ্জয় সুরেকাকে গ্রেফতার করা হয় ইডির পক্ষ থেকে। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওঠে ছ'হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণার অভিযোগ। শুধুমাত্র তাই নয়, ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রায় চার কোটি টাকার সোনার গহনাও। বাজেয়াপ্ত করা হয় কয়েকটি বিদেশি গাড়িও। সেইদিন অভিযুক্তের বালিগঞ্জের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ইডির তরফ থেকে শুক্রবার আবারও শহরের দুই প্রান্তে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। সেইদিন তল্লাশিতে দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ব্যবসায়ী সঞ্জয় গুপ্তর ফ্ল্যাটেও হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডের ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় প্রায় ৬০০ কোটি টাকা তছরূপের ঘটনা সামনে আসে।

সেটের ফল প্রকাশ ফেব্রুয়ারিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অধ্যাপক নির্ণয়ের যোগ্যতা মান পরীক্ষা 'সেটের' ফল প্রকাশ হতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি, অন্তত এমনটাই খবর, কলেজ সার্ভিস কমিশন সূত্রে । গত ১৫ ডিসেম্বর কলেজ সার্ভিস কমিশন গ্রহণ করে এই সেট পরীক্ষা। কমিশন সূত্রে খবর, পরীক্ষার ৬০ দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ করতে চায় কমিশন। সেই মোতাবেক প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছে কমিশন। এবার সেটের পরীক্ষার জন্য মোট ৫৮ হাজার ৮৬৭ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেন। মোট ৮৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এবারের পরীক্ষাকে নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপও করেছে কলেজ সার্ভিস কমিশন।

প্রথমত, অ্যাডমিট কার্ডে কিউআর কোড-এর ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সেটের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও কিউআর কোডের ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে যদি কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে সঙ্গে সঙ্গে সেই পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা যায়। পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটির কথা মাথায় রেখেও প্রশ্নপত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করেছিল কলেজ সার্ভিস কমিশন। এছাড়াও কোশ্চেন বুকলেট পরীক্ষার ঘরেই খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলেজ সার্ভিস কমিশন।

কলেজ সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর পরীক্ষা নেওয়ার ৬০ দিনের মাথাতেই ফল প্রকাশ করতে চায় কমিশন। তার জন্য মডেল উত্তরপত্র কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। কমিশন সূত্রে খবর জানোনি মাসের প্রথম সপ্তাহেই মডেল উত্তরপত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। মডেল উত্তরপত্রের নিরিখে পরীক্ষার্থীদের মতামত নেওয়া হবে। পরীক্ষার্থীদের থেকে যে মতামত গুলি আসবে সেগুলি নিয়ে কমিশনের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতামত নেওয়ার পরই চূড়ান্ত উত্তরপত্র আপলোড হবে।

কলকাতা পুরসভার কো-অপরাটিভ নির্বাচনেও তৃণমূলের দাদাগিরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার মজদুর সমবায় কো-অপারেটিভ নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে 'দাদাগিরি' করার অভিযোগ। ভয় দেখিয়ে এবং নানা অছিলায় প্রার্থী দিতে দেওয়া হয়নি বলে জানানো হয়েছে বাম-কংগ্রেসের তরফ থেকে। সূত্রের খবর, ৩৮টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসনেই প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার অন্দরমহলের সবথেকে বড় নির্বাচন এই কো-অপারেটিভ নির্বাচন। সেখানেও প্রার্থী দিতে বাধা বিরোধীদের। তবে শাসক তৃণমূলের দাবি, প্রার্থী দেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পায়নি বিরোধীরা। তাঁদের তরফে কোনও চাপ সৃষ্টি করা হয়নি।

শুক্রবার কলকাতা পুরসভা মজদুর কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা পুরসভা সদর দপ্তর এবং বিভিন্ন বরো অফিসে। তথ্য বলছে, মোট ৩৮টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসনে ইতিমধ্যেই তৃণমূল প্রভাবিত কলকাতা পুরসভা মজদুর কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছে। বাকি ১৩টি আসনে ভোট হচ্ছে। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে এই নির্বাচনে পুরসভায় অন্যতম প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাশালী সিটু এবং কংগ্রেসের ইউনিয়ন কোনও প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। যে ১৩টি আসনে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে পিছনের দিক থেকে সাহায্য করছে বাম-কংগ্রেস, দাবি তৃণমূলের ইউনিয়নের। পাঁচ বছর অন্তর এই নির্বাচন হয়ে থাকে। পাঁচ বছর আগেও এই মজদুর কো-অপারেটিভ স্যোসাইটির ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল প্রভাবিত কলকাতা পুরসভা মজদুর কংগ্রেস। ৩৮টির মধ্যে প্রত্যেকটি আসন দখল করেছিল তৃণমূল। পাঁচ বছর আগে যে নির্বাচন হয়েছিল, সেখানে ১৭ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল প্রভাবিত ইউনিয়ন। এবার ইতিমধ্যেই তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫।

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আচরণ চলবে না, রাজ্যকে শতর্ক আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসকদের সংগঠন 'জয়েন্ট ডক্টর প্ল্যাটফর্ম'-এর তরফে ধর্নায় বসার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের তরফে অনুমতি দেওয়াও হয়। এরপর শর্ত সংক্রান্ত শুনানি ছিল শুক্রবার।

এদিনের শুনানিতে ২০ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্নার অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ডোরিনা ক্রসিং-এর ৫৫ ফুট ছেড়ে রেখে ধরনায় বসার অনুমতি দেন বিচারপতি। ৪০ ফুটের বেশি উঁচু স্টেজ তৈরি করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেয় আদালত। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, স্টেজের পিছনে গার্ডরেল থাকবে। ২০০ থেকে ২৫০ জনের বেশি লোক একসময়ে থাকতে পারবে না। পুলিশ যদি মনে করে বেশি লোক হচ্ছে তাহলে দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে চিকিৎসকদের ধর্না নিয়ে এদিন রাজ্যকে কার্যত তিরস্কার করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'কারও জন্য একরকম মনোভাব আর অন্যজনের জন্য আলাদা মনোভাব, এটা চলবে না। এভাবে ডবল স্ট্যান্ডার্ড আচরণ করলে হবে না। আমি যদি ২০ ফুট জায়গা দিই তাও ট্রাফিকের সমস্যা হবে।'

প্রসঙ্গত, প্রথমে রাজ্যের সঙ্গে কথা বলেই অনুমতি দিয়েছিল আদালত। আর দ্বিতীয় দিন রাজ্য আদালতে গিয়ে কিছু আপত্তির কথা জানায়। রাজ্য এদিন বলে, 'আমরা একটা নকশা দিতে পারি। মেট্রোর সামনে প্রচুর হকার আছে। ফলে সমস্যা হচ্ছে।' এরপরই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্যকে বলেন, 'আপনি একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করুন, জানিয়ে দিন এই জায়গা কারও জন্য নয়। আপনারা কারও জন্য 'হ্যাঁ' বলবেন, কারও জন্য 'না' বলবেন, এটা হয় না।' এদিকে, কলকাতা হাইকোর্ট অনুমতি দেওয়ার পর মেট্রো চ্যানেলে ছ'দিনের ধর্না কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু করেছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টর্স। চিকিৎসকদের ধর্না স্থলে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি।

সাসপেন্ড প্রত্যাহারের পরও শাস্তির খাঁড়া তন্ময়ের ওপর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সবে সাসপেনশন প্রত্যাহার করেও ফের শাস্তির খাঁড়া। প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যকে দল থেকে ফের ৬ মাসের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী। তবে তাঁর বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থার অভিযোগে সরাসরি প্রমাণ মেলেনি। অতীতে এই ধরনের আচরণে তন্ময়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ মেলায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী।

যেহেতু তন্ময় সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তাই তাঁর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। ফলে রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে যাবে। সেখানে যা সিদ্ধান্ত হবে, তা জানাবে সিপিএম। তবে রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্তেই কার্যত সিলমোহর দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ অক্টোবর এক মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে তন্ময়ের বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই মহিলা সাংবাদিক অভিযোগ করেন, সাক্ষাৎকার নিতে প্রাক্তন সিপিএম বিধায়কের বাড়ি গিয়েছিলেন তিনি। সেইসময় তাঁর কোলে বসে পড়েন তন্ময়। এই ঘটনায় হইচই শুরু হতেই বর্ষীয়ান নেতাকে সাসপেন্ড করা হয়। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কমিটি গড়ে সিপিএম। কমিটির তদন্ত শেষে সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয়।

জানা গিয়েছে, মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থার ঘটনায় তন্ময়ের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তাঁর বিরুদ্ধে আগে এই ধরনের আচরণের প্রমাণ মিলেছে।

তাই, বুধবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী তন্ময়কে ৬ মাস সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই নিয়ে বৃন্দা কারাতেরও পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থায় দল তাঁকে 'ক্লিনচিট' দিলেও পুরনো 'অসৎ' আচরণের জেরে দল থেকে ৬ মাস সাসপেন্ড হচ্ছেন তন্ময়।

ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ভাটপাড়ায় পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্পাঞ্চলের অতি ব্যস্ততম সড়ক ঘোষপাড়া রোড। এই রোড দিয়েই ব্যারাকপুর-কাঁচরাপাড়াগামী ৮৫ নম্বর রুটের বাস চলাচল করে। তাছাড়া কাঁকিনাড়া কাছারি রোড মোড় থেকে নৈহাটি স্টেশন পর্যন্ত অটোও চলে। কিন্তু ঘোষপাড়া রোডের ধারে ফুটপাথ দখল করে অস্থায়ী কাঠামো বানিয়ে দোকান পেতে বসছে অনেকেই। ফুটপাথ দখল হয়ে যাওয়ায় পথচারীদের যাতায়াতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যদিও ফুটপাথ থেকে দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফে মাইকিং করা হয়েছিল। তবুও দোকান না সরানোয় শুক্রবার ভাটপাড়ায় ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে আসরে নামল ভাটপাড়া থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ। এদিন ভাটপাড়া ভাটপাড়া পুরসভা সন্নিহিতি ৪ নম্বর গলি থেকে শুরু করে কাঁকিনাড়া বাজার পর্যন্ত ঘোষপাড়া রোডের ধারে ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হয়। প্রশাসনের দাবি, সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে এদিন উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। স্থানীয় দোকানদার রাজেশ রাম বলেন, প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি। তথাপি পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে, ফুটপাথ দখল করে দোকান করা যাবে না। পুলিশ এসে দোকানপাট তুলে দিয়েছে।

এবার থেকে সব মেট্রো চলবে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর, নতুন বছরের আগেই বড় ঘোষণা করল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এবার থেকে প্রান্তিক বা শেষ স্টেশন আর দমদম নয় সব মেট্রো যাবে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। ফলে, যাত্রীদের দুর্ভোগ অনেকটাই লাঘব হবে বলে মনে করছেন কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। মেট্রো রেলের ব্লু লাইনে, এতদিন কিছু মেট্রো দমদম এবং কিছু দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাতায়াত করত। ফলে যাত্রীদের প্রান্তিক স্টেশন দমদম থেকে মেট্রো পেতে অপেক্ষা করতে হত প্রায় ১৮ মিনিট পর্যন্ত।

অমিত শাহের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে তোলপাড় শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্য এবং সংসদে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে হেনস্থার প্রতিবাদ শুক্রবার টিটাগড়ে বিক্ষোভ মিছিল করল স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন টিটাগড় এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য সন্তোষ সিং, জেলা কংগ্রেস নেতা অলিভ দে সরকার, যুব নেতা বিশ্বজিৎ মহারাজ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এরপর স্টেশন সংলগ্ন আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশ থেকে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। সেই মিছিল স্টেশন রোড ধরে বাজার মোড়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সেখানে কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখেন। তারপর তারা বিটি রোডের ওপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করেন। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য সন্তোষ কুমার সিং বলেন, সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে অসম্মানজনক মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাছাড়া লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি যখন সংসদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন, তখন তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধেতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে হামলা চালানো হয়েছে। তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ মিছিল।

শিলিগুড়িতে জঙ্গিদের ষড়যন্ত্র ফাঁস এসটিএফ'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতকে রক্তাক্ত করার ছক আনসারুল্লা বাংলা টিমের (এবিটি)-এর। বুধবার রাজ্য ও অসম পুলিশের যৌথ অভিযানে মুর্শিদাবাদ থেকে ধরা পড়ে বাংলাদেশের এই জঙ্গি সংগঠনটির দুই সদস্য। জেরায় ধৃতরা জানায়, তাদের নিশানা ছিল 'শিলিগুড়ি করিডর'। ভূকৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় আঘাত হেনে গোটা ভারত উত্তপ্ত করার ছক কষেছে আল কায়দার ছায়া সংগঠন এবিটি। শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে আনসারুল্লা। এবার তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করল রাজ্য পুলিশ।

শিলিগুড়ি শহরে অবস্থিত এই করিডর ভূকৌশলগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে সংকীর্ণ অংশে এটির প্রস্থ প্রায় ২০ কিলোমিটার। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ এই তিন দেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে শিলিগুড়ি করিডর। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যকে বেঁধে রেখেছে এই সংকীর্ণ স্থলভাগ। যার তুলনা করা চলে মুরগির গলার সঙ্গে। সমরশাস্ত্রের সূত্র মেনে ভারতের মতো মহাশক্তিধর দেশকে দুর্বল করতে এই শিলিগুড়ি করিডরকেই পাখির চোখ করেছে আনসারুল্লা বাংলা টিম। তিনটি দেশের সীমান্ত এক জায়গায় মেশায় এই পথেই অস্ত্রশস্ত্র, মাদক ও জাল নোট ভারতে পাচার করার ছক কষেছে জেহাদিরা। পাশাপাশি সীমান্তের ছিদ্রপথে সন্ত্রাসবাদীদের এদেশে প্রবেশের রাস্তা তৈরি করারও পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

সদ্য এমনই 'টেরর নেটওয়ার্ক' গুঁড়িয়ে দিতে 'অপারেশন প্রঘাত' শুরু করে অসম পুলিশ। তাদের সঙ্গে যৌথ অভিযানে নামে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। গোয়েন্দা সূত্রের খবর অনুসারে তল্লাশি শুরু করা হয় মুর্শিদাবাদে। হরিহরপাড়া থেকে মহম্মদ আবাস ও মিনারুল শেখ নামে দুই এবিটি জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে চারটি মোবাইল ও একটি পেন ড্রাইভ উদ্ধার হয়। জেরায় শিলিগুড়ি করিডর নিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। সব মিলিয়ে দেশের মোট ৮টি রাজ্যে শুরু হয়েছে এই বিশেষ অভিযান। পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে আটজন এবিটি জঙ্গি। এদের মধ্যে ধৃত এমডি সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ সাব শেখ বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে পাকড়াও করা হয় কেরল থেকে। অসম থেকে গ্রেপ্তার পাঁচ।

এনিয়ে শুক্রবার সিআইডির সদর দপ্তর ভবানীভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য পুলিশ। সাংবাদিক বৈঠকে এডিজি, দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার ও বেঙ্গল এসটিএফের এক শীর্ষকর্তা জানান, আনসারুল্লা বাংলা টিম ভারত জুড়ে স্লিপার সেল তৈরির পরিকল্পনা করছে। তরুণ প্রজন্মের মগজধোলাই করে জেহাদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। শিলিগুড়ি করিডর তাদের নিশানায়। গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বরের অভিযানে অসম এসটিএফ কেরল থেকে এমডি সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখকে গ্রেপ্তার করে। সে বাংলাদেশের নাগরিক।

আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্য ইসরাকের নেতৃত্বে রাদিকে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরলে মডিউল তৈরির জন্য পাঠানো হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল যুবকদের মধ্যে এবিটির আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া। এই সমস্ত কিছুর মাস্টারমাইন্ড আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান জসীমউদ্দিন রহমানি। সে এখন বাংলাদেশে। ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পর জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পানিহাটি উৎসব ও বইমেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সন্ধেয় সোদপুর অমরাবতী খেলার মাঠে আয়োজিত দশম বর্ষ পানিহাটি উৎসব এবং বইমেলার মেলার শুভ সূচনা করলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার অধ্যক্ষ ছাড়াও এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, উৎসব কমিটির সভাপতি তথা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সাংসদ সৌগত রায়, পানিহাটির পুরপ্রধান মলয় রায়, পানিহাটির উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট জনেরা। উৎসব চলবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিরোধীরা তৃণমূলকে মেলা-খেলার দল বলে থাকেন। কিন্তু ওরা মূর্খের মতন কথা বলেন। মেলা-উৎসবের মধ্য দিয়ে অনেকের রোজগার হয়। তাঁর সংযোজন, মেলা করা মানে বাজার তৈরির জায়গা। জিনিসপত্র বিক্রি করার জায়গা।

সম্পাদকীয়

জাতীয় সঙ্গীতে উল্লিখিত পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাত, মরাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ প্রভৃতি সকলেরইই নিজস্ব ভাষা রয়েছে

ধর্ম এবং জাতপাতের ভিত্তিতে অতীতের হাত ধরেই ভাষাগত হিংসা বিদ্যমান। পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভাজন এবং আন্দোলনকারীদের রক্তপাত কখনও ভোলা যাবে না। ভারতে ভাষা বৈচিত্রে রামধনু সংস্কৃতির হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ঐক্যের বাতাবরণ তৈরিই একমাত্র লক্ষ্য। বিবিধ ভাষাভাষীর দেশে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ‘হিন্দি’ এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা জনমানসে প্রচলিত আছে। অথচ ভারতের কোনও একক ‘রাষ্ট্রভাষা’ নেই। একটি ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, দুই সহযাত্রিণীর তর্কবিতর্কের সময় এক জন অপর জনকে বলেছেন, এটা ভারত এখানে হিন্দি জানতে হবে। অন্য জন বলেছেন, আমি বাঙালি, আমি ভারতীয়, এটা আমার মাটির ভাষা। রাস্তাঘাটে জনপরিসরে একটি বহু ভাষাভাষীর রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে এমন বিভেদকামী মনোভাব কাঙ্ক্ষিত নয়। জাতীয় সঙ্গীতে উল্লিখিত পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাত, মরাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ প্রভৃতি সব প্রদেশেরই নিজস্ব মাটির ভাষা রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের শাসক দলের এক দেশ, এক ভোট, এক ধর্ম, এক ভাষার অভিমুখে ধাবিত হতে চাওয়া ভারতের একটি অংশের জনগণ হিন্দিকেই মান্যতা দিতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন যথাযথ না হওয়ার কারণেই অনেক সময় হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে বাঙালিদের মাতৃভাষা এবং আপন সংস্কৃতির প্রতি চরম অবহেলা অনেকাংশেই দায়ী। আমি কলকাতার অফিস-ফেরত সময়ের ঠাসাঠাসি মেট্রো রেলে বসার আসন নিয়ে দুই বাঙালিকে কামরায় ইংরেজিতে তর্কাতর্কি করতে দেখেছি। প্রথমটায় এক পক্ষ বাংলাতেই তর্ক চালাচ্ছিলেন, কিন্তু ধারে-ভারে হেরে যাওয়ার ভয়ে বা অন্য পক্ষের ইংরেজি কথনে উদ্দীপিত হয়ে বিদেশি ভাষাতেই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। আর দেশীয় ভাষায় সাম্প্রতিক তর্কবিতর্কের জের এবং হিন্দি না জানার অপরাধে বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননা অত্যন্ত কুরুচিকর।

শব্দবাণ-১৩৮

১		২	■	৩		৩
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. আয়ব্যয়ের আগাম হিসাব ৩. নিকট, সন্নিহিত ৫. আয়োজন ৬. পচে যাওয়া, পচন ৭. ভিন্ন, অন্যরকম ৯. হাইনা ১১. তরঙ্গ, ঢেউ ১২. যাত্রা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হাওয়া ২. একধরনের ফুল ৩. শিব ৪. ভিত্তি, পট্টন ৭. —গুড়ুম ৮. বিচারের জন্য উপস্থিত, রুজু ৯. অবগতি ১০. উচ্চবংশীয়, বনেদি।

সমাধান: শব্দবাণ-১৩৭

পাশাপাশি: ২. কুসংস্কার ৩. শয়নকাল ৬. বরাতজোর ৭.ফুসমন্তর।

উপর-নীচ: ১. মহামানব ২. কুলিশপাত ৪. নজরদার ৫. লভ্যের অঙ্ক।

জন্মদিন

আজকের দিন

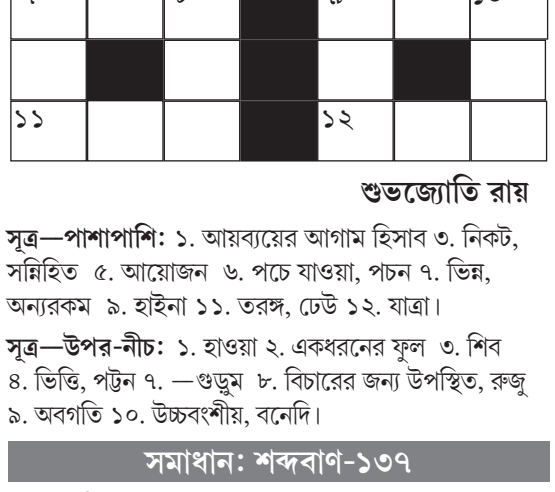

কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

১৯৫৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের জন্মদিন।
১৯৬৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা গোবিন্দার জন্মদিন।
১৯৭২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ওয়াই এস জগমোহন রেড্ডির জন্মদিন।

কলকাতা পুরসভার কঠোর পদক্ষেপে ধ্রুপদী বাংলাভাষার রুপোলি রেখা দেখা দিচ্ছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

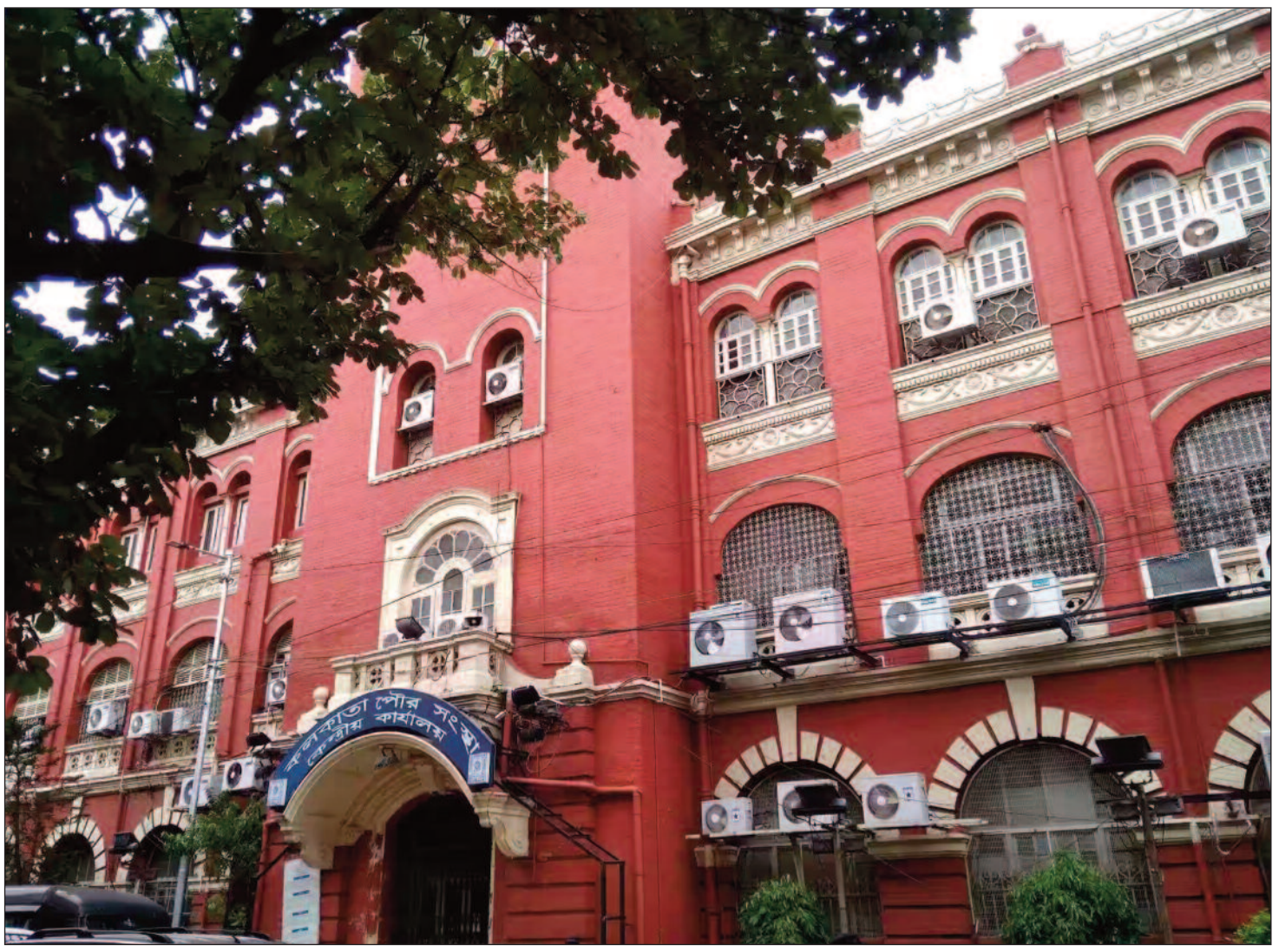

সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার এক নির্দেশনায় সমস্ত রকমের বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং থেকে সব ধরনের সাইনবোর্ড ও রাস্তার নামফলক বাংলাভাষায় লেখার কথা কঠোর ভাবে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে বাংলাভাষার ব্যবহারে সেভাবে সাড়া না পড়লেও তার একটি ইতিবাচক দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । জনপ্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে একসময় ধর্মতলার সাইনবোর্ডে বাংলাভাষার ব্যবহারের তোড়জোড় দেখা গিয়েছিল । তা অবশ্য বেশি দূর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অচিরেই তা অচল হয়ে পড়ে । এতদিন বিজ্ঞাপনে মুখ ঢাকলেও সে মুখে বাংলা ছিল না। সেদিক থেকে এবার সরকার উদ্যোগে তা যে কার্যকরী হবে এবং অচিরেই তার দাবি যে গোটা রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়বে, তা জ্যোতিষী না হয়েও বলা যায় । অবশ্য ২০০৭-এও কলকাতা পুরসভা এ রকম বাংলাভাষা ব্যবহারের নির্দেশনা জারি করেছিল। তাতেও সেভাবে কার্যকরী উদ্যোগ সক্রিয়তার অভাবে সফলতা লাভ করেনি। দু-বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ বিজ্ঞাপনের মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশের সামান্য বেশি বাংলা ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল। তবে এবারে তার সফলতার বিষয়টি আপনাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে । আসলে ধ্রপদী ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতিতে বাঙালির প্রত্যাশা স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে গিয়েছে, তা নিয়ে স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়েছে । এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র । এবছর (২০২৪) বাংলা ভাষা এ দেশের ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে । ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলেও বাংলা ভাষার যথেষ্ট স্বীকৃতি ছিল। সেই আবহে উনিশ শতকে একা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা গদ্য ভাষাকে যেভাবে বনেদি আভিজাত্য প্রদান করেছেন,তাও ছিল বাঙালির ভাষার ঐতিহাসিক বিস্তার, ‘বঙ্গদর্শন’র মধ্যে তার প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে । সেখানে বাংলা ভাষার গুরুত্ব যেভাবে পরাধীন ভারতের মধ্যে প্রতীয়মান, স্বাধীন দেশে তার অভাববোধ অত্যন্ত প্রকট । দেশে ২০০৪ থেকে শুরু হওয়া ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিতে উপেক্ষিত বাংলা ভাষাকে এজন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় রাখা হয়েছিল । তামিল,সংস্কৃত,তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালমের পর ২০১৪তে ওড়িয়া ভাষাও ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে । স্বাভাবিক ভাবেই ওড়িয়ার স্বীকৃতি বাংলার উপেক্ষাকে আরও তীব্র করে তোলে। অবশেষ এবছর আরও চারটি ভাষার (মারাঠি, পালি, প্রাকৃত ও অসমিয়া) সঙ্গে বাংলা ভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতিতে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরে পেল। দেরিতে হলেও তার মূল্য কমেনি,বরং প্রতীক্ষার ফল আরও বেশি সুমিষ্ট মনে হয় । ক্ষুধাও খাদ্যকে সুস্বাদু করে তোলে । স্বাভাবিক ভাবেই এতে ব্যর্থতাবোধে হীনমন্যতায় ভোগা বাঙালির আত্মপরিচয় স্বরচিত উপেক্ষা আর অবজ্ঞার নামাবলিতে আর আত্মগোপন করে থাকতে হবে না। উল্টে তার ব্রাত্য পরিসরে ধ্রুপদী ভাষার গরিমার আলো ছড়িয়ে পড়ার বিপুল সম্ভাবনা । বাঙালির কাছেই ব্রাত্য বাংলা ভাষার আত্মপরিচয়ের সংকট নিরসনে তার ধ্রুপদী স্বীকৃতি যে অত্যন্ত জরুরি ছিল,তা তার বর্তমান অস্তিত্বেই প্রতীয়মান । সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি না পাওয়ায় বৈষম্যপীড়িত বাঙালির মানঅভিমান নানা ভাবে মুখর হলেও তা কখনওই প্রতিবাদী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। সেখানে তার ব্রাত্য মানসিকতাই দায়ী । সেই ব্রাত্য পরিসর বাঙালির স্বরচিত।সেখানেই বাংলা ভাষার আসল সংকট আত্মগোপন করে আছে। এবার তা থেকে বেরিয়ে আসার অবকাশ পেল। ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিই তার নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার অবকাশ এনে দিল।

এমনিতে বাৎসরিক আয়োজনেই বাঙালির ভাষাপ্রেম উধাও হয়ে যায় । ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে আসে আর যায় । সবেতেই আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন, কৃত্রিমতার সঙ্গে আন্তরিকতার পার্থক্য নজর এড়ায় না। আসলে আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাষাহীন নীরবতা পালন করি । যে যেভাবে পারছে, বুঝছে, শুনছে বা দেখছে, সবেতেই হ্যাঁ সূচক সম্মতি চোখেমুখে । বিশেষ করে নিজের ভাষার প্রতি বাঙালি বড় উদাসীন । প্রাচুর্যের উদাসীনতা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বতন্ত্র আভিজাত্যের পক্ষে তা কখনওই গর্বের বিষয় নয় । ‘আ মরি বাংলা ভাষা’র প্রতি অমোঘ আবেগ আমাদের উদাসীনতাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে । সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে দেশোদ্ধার, দেশদেশান্তরে বাঙালির বিস্তৃতি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি বাংলা ভাষার গৌরব ও সৌরভ যত মুখরিত হয়েছে, ততই তার ভাষা সচেতনতায় উদাসীনতা নেমে এসেছে । প্রাচুর্য গরিমাবর্ধক হলেও তাতে উদাসীনতা অনিবার্য । সেক্ষেত্রে বাঙালির ভাষা জ্ঞান এখন ভাসা ভাসা । মাতৃভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্যটি সেখানে লোপ পেতে চলেছে । মাতৃভাষার গৌরববোধই তার ভাষিক চেতনায় ব্রাত্য হয়ে পড়েছে । আসলে মা আর মাতৃত্ব যেমন এক নয়, ভাষা ও মাতৃভাষাও স্বতন্ত্র । রামপ্রসাদী গানের কথায় আছে, ‘মা হওয়া কি মুখের কথা / কেবল প্রসব করলেই হয় না মাতা’ কথাটি ধ্রুব সত্য । জন্ম দিলে মা হওয়ার প্রচলিত ধারণার ফাঁকটি সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে । মায়ের গরিমা তার মাতৃত্বে । সেই মাতৃত্ববোধ সব মায়ের মধ্যে থাকে না । সম্পর্কের আত্মিক যোগে ও তার আন্তরিক বিস্তারেই তার সৌরভ । পশুরাও মা হয়, কিন্তু তাদের মাতৃত্ব অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে । কেননা তাদের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটি শুধু ক্ষণস্থায়ীই নয়, মাতৃত্বও সেখানে অস্বীকৃত হয় । মানুষের ক্ষেত্রে সেই মাতৃত্বের সম্পর্ক আজীবন থাকে । অন্যদিকে মা হলেই মাতৃত্ব থাকে না । সন্তানের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ নিবিড় না হলে তার মাতৃত্ব জাগে না । সন্তানের মা হলেও সেই মায়ের মাতৃত্ব আত্মসংযোগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । সেখানে সম্বন্ধে মায়ের চেয়ে সম্পর্কে মা হওয়া জরুরি । অনেক মা-ই সম্বন্ধে মা হলেও আত্মিক সম্পর্কের অভাবে মাতৃত্বহীন মা হয়ে থাকে। আমাদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে বাংলা শুধু বাংলার ভাষা নয়, বিশ্বের আপামর বাঙালির মাতৃভাষা । বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ মায়ের সম্বন্ধে নয়, মাতৃত্বের সম্পর্কে । বাঙালিত্বের পরিচয়ে তার মাতৃভাষার অসপত্ন অধিকার ।

এমনিতে বাৎসরিক আয়োজনেই বাঙালির ভাষাপ্রেম উধাও হয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে আসে আর যায়। সবেতেই আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন, কৃত্রিমতার সঙ্গে আন্তরিকতার পার্থক্য নজর এড়ায় না। আসলে আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাষাহীন নীরবতা পালন করি। যে যেভাবে পারছে, বুঝছে, শুনছে বা দেখছে, সবেতেই হ্যাঁ সূচক সম্মতি চোখেমুখে। বিশেষ করে নিজের ভাষার প্রতি বাঙালি বড় উদাসীন। প্রাচুর্যের উদাসীনতা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বতন্ত্র আভিজাত্যের পক্ষে তা কখনওই গর্বের বিষয় নয়। ‘আ মরি বাংলা ভাষা’র প্রতি অমোঘ আবেগ আমাদের খউদাসীনতাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে দেশোদ্ধার, দেশদেশান্তরে বাঙালির বিস্তৃতি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি বাংলা ভাষার গৌরব ও সৌরভ যত মুখরিত হয়েছে, ততই তার ভাষা সচেতনতায় উদাসীনতা নেমে এসেছে। প্রাচুর্য গরিমাবর্ধক হলেও তাতে উদাসীনতা অনিবার্য। সেক্ষেত্রে বাঙালির ভাষা জ্ঞান এখন ভাসা ভাসা। মাতৃভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্যটি সেখানে লোপ পেতে চলেছে।

অন্যদিকে বাংলা একটি অভিজাত ভাষা, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । তার শিল্প-সাহিত্যের বিস্তার ও বৈভব আবিশ্ব পরিচিত । কিন্তু সে আভিজাত্য যেভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়েছে, সেভাবে বাঙালির মুখে বিকশিত হয়নি । আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তারের দিকে যতটা আমরা মুখিয়ে থাকি বা থাকতে ভালোবাসি, ততটা অন্যদের ভাষার ঐশ্বর্যকে আপন করায় সক্রিয় হতে পারিনি । অনুবাদের মাধ্যমে সেসব সম্পদ স্বদেশীয় ভাষায় আজও অধরা মাধুরী। বাংলাদেশের পক্ষে যাকিছু হয়েছে, এপার বাংলায় তাও লক্ষ করা যায় না। এজন্য বাঙালির আপনাতে আপনি তুষ্ট প্রকৃতি নিজের ভাষার ক্ষেত্রে শুধু উদাসীনতাই বয়ে এনেছে, বাংলাকেই বাঙালি মাতৃভাষার পরিবর্তে ভাষা করে তুলেছে । এই মানসিকতার মূলেই রয়েছে নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে আত্মিক সংযোগের তীব্র অভাব । সেখানে ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার পার্থক্য বোঝা যায় না। অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতায় তার ভাষিক চেতনায় আত্মিক যোগের অভাবে তার আভিজাত্যবোধ জেগে ওঠে না, উল্টে কাজের ভাষার চাহিদায় মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই তা প্রতীয়মান । বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির মায়ের যোগ অমর একুশের দৌলতে মুখর হলেও তা অন্তরে স্থায়ী হতে পারেনি । কেননা মায়ের সম্বন্ধ অনাদরে উপেক্ষায় একসময় লোকে ভুলে যায়, মনে রাখতে চায় না। অথচ মাতৃত্বের স্মৃতি আজীবন বহন করে, আপন করে রাখে আজীবন । সেই মাতৃত্বের অভাবে অমর একুশে, উনিশে মে বা ১ নভেম্বরের গৌরব আমজনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করেনি, শিক্ষিত সুধীজনের মধ্যেও তার পরিচয় আন্তরিক নয় । সেখানে মাতৃত্বের পরশে মাতৃভাষার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার আন্তরিকতার বড় অভাব । ‘কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,/ বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া’র অন্ধ আনুগত্য বা ‘তোমার গরবে, গরবিনী হাম, / রূপসী তোমার রূপে’র আত্মিকতাও কোনোটাই জরুরি নয়। কেননা তার আনুগত্যে আবেগ আছে, যুক্তি নেই ; তার আত্মিকতায় একাত্মতা আছে, স্বতন্ত্র সৌরভ নেই । সেখানে আমার মাতৃভাষা আমার অস্তিত্বই শুধু নয়, সন্তানের কাছে সবার সেরা মায়ের মতো গৌরব তার । বাঙালির মাতৃভাষার চেতনায় সেই আত্মিক অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ দুটিরই সক্রিয়তার অভাব এখন আরও প্রকট ।

উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে বনেদি আভিজাত্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । সেই ভাষা বিশ্বের একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষায় পরিণত হয়েছে, আবার তাতে নির্বিকার উদাসীনতাও নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাঙালির ভাষা নিয়ে কোনো রূপ অস্মিতাবোধে আভিজাত্য প্রকাশ পায় না, নিজের মাতৃভাষার মধ্যেও নিজের ভাষা খুঁজে পায় না । শ্রেষ্ঠত্ববোধে পারলে ইংরেজির মতো বিজাতীয় ভাষাতে বাঙালিই বাংলা ভাষার দীনহীন অস্তিত্বকে জাহির করে । আসলে বাঙালিদের সঙ্গে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে । এজন্য পুরনো ধারণাতেই বাংলা ভাষার গর্ব ও গৌরবের ঐতিহ্যের ধারাকে আমরা অভ্যাসের বশে বয়ে চলেছি, নতুন করে আর ‘মোদের গরব, মোদের আশা / আ মরি বাংলা ভাষা’র আবেদনকে নিবিড় করতে পারি না । সেখানে বাংলা ভাষার দীনতা নয়, বাঙালির মনের হীনতাবোধই দায়ী । শ্রদ্ধাবোধের অভাব হলে অনাদর বা উপেক্ষাই শুধু স্বাভাবিক হয়ে আসে না, উদাসীনতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে, দুর্বলতাও সক্রিয় হয় । সেই বাঙালির মাতৃভাষার সেই শ্রদ্ধাবোধের অভাবের মূলে তার সেই মাতৃত্ববোধের তীব্র সংকট। তার মায়ের সম্বন্ধ মাতৃত্বের সম্পর্কে পৌঁছায় না । শৈশবের মাতৃত্বকে মানুষ আজীবন মনের মধ্যে শ্রদ্ধায়, সম্মানে ও ভালবাসায় ধারণ করে চলে । সেখানে আমার মা আমারই মা-এর গৌরব আজীবন সৌরভ ছড়িয়ে যায় । সেই মা সবার থেকে ভালো কিনা বড় কথা নয়, আমার কাছে বড়’র চেতনা সদা সক্রিয় । সেই সক্রিয়তার অভাবে বাংলা আজ সম্পদশালী ভাষা হলেও বাঙালির মাতৃভাষায় গৌরান্বিত হয় না । মায়ের গৌরব মাতৃত্বের বিস্তারে । আবার সেই মাতৃত্বের মহত্ব প্রসব না করেও হতে পারে । সারদা দেবীর মতো সবার মা হওয়ার গৌরব শুধু সারদা মায়ের নয়, সমগ্র মাতৃকুলের । সেক্ষেত্রে একের মা অনেকের মা হতে পারে । আর তা হতে পারে মাতৃত্বের আপনত্ববোধে । বাংলা ভাষাকে যদি অবাঙালিদের মধ্যে মা বলে আপন করে নেয় বা নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তা হলে বাঙালির মাতৃভাষার আসল সৌরভ প্রকাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র । একের মা হওয়ার মধ্যে মায়ের স্বার্থপরতাই অনেকের মার হয়ে ওঠায় মহত্বের আধার হয়ে ওঠে । এজন্য মায়ের মাতৃত্ব জরুরি । সবাইকে আপন সন্তানের মতো উদার অন্তর্দৃষ্টি সেক্ষেত্রে একান্ত কাম্য । বাঙালিদের ক্ষেত্রে যেখানে নিজের মায়ের প্রতিই তীব্র উদাসীনতা বর্তমান, সেখানে অবাঙালিদের মধ্যে প্রত্যাশা কল্পনাতীত। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙালির উগ্রতা কাম্য নয়, আবার উদাসীনতাও নয়, জরুরি মাতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মিক যোগ । সে যোগের অভাবে বাংলাও ক্রমশ বাংলা ভাষায় আত্মগোপন করে চলেছে, বাঙালির মাতৃভাষার ঐতিহ্যকে বিস্মৃতি ঘটিয়ে, ভাবা যায় ! সেক্ষেত্রে তার ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি শুধু বাঙালির গৌরবকেই ফিরিয়ে দেয় না, ঐতিহ্যপ্রাচীন অস্তিত্বে তার মাতৃভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলে । মাতৃভাষার সৌরভ ও গৌরব বিস্তারের আধারেই ধ্রুপদী ভাষার আভিজাত্য বিস্তার। সেদিক থেকে আত্মসম্মানবোধে বাঙালি তার মাতৃভাষার প্রতি আবার শ্রদ্ধাশীল হবে, নতুন করে আন্তরিকতায় নিজেকে খুঁজে পাবে,তার পরিমাণ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা নেতিবাচক ধারণার মধ্যেও বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বলে ওঠে । কেননা সম্মান বা স্বীকৃতি যে আত্মসমীক্ষায় আন্তরিক করে তোলে, আত্মসচেতনতায় গড়ে তোলে সশ্রদ্ধ সক্রিয়তা । সেদিক থেকে বাংলা ভাষা তার মাতৃত্বকে সঙ্গে নিয়েই ধ্রুপদী ভাষার রাজসিংহাসন অভিষিক্ত হবে, তা শুধু সময়ের অপেক্ষা । কলকাতা পুরসভার কঠোর পদক্ষেপে সেই প্রত্যাশার রূপালী রেখা দেখা দিচ্ছে ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

হুগলির দেবানন্দপুরে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ, সন্দেহ স্ত্রীর দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মাঠের মাঝখানে রমেশ মুদালিয়াকে শুয়ে পড়ে থাকতে দেখেন পাড়ার লোকজন। খবর পৌঁছতেই জড়ো হন এলাকার বাসিন্দারা। গিয়ে দেখেন রক্তে ভিজে যাচ্ছে ওই ব্যক্তির শরীর। বোঝা যায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ সূত্রে খবর ওই ব্যক্তিকে কোপানো হয়েছে, মাথাও থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। হুগলির দেবানন্দপুরের দক্ষিণ নলডাঙা সৃজন পল্লির ঘটনা। ৩৮ বছরের ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আত্মীয় থেকে প্রতিবেশী, সবারই আঙুল রমেশের স্ত্রীর দিকে। স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতেন অনেকেই। বাড়ির সদস্যদেরও অজানা ছিল না। তাঁদের দাবি, স্ত্রীই লোক দিয়ে খুন করিয়েছেন স্বামীকে। চুঁচুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় শুক্রবার সকালেই। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। উত্তেজিত জনতা বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ওই ব্যক্তির স্ত্রীকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। মাদক মামলায় জেলে বন্দি ছিলেন রমেশ। মাস দেড়েক আগে ছাড়া পান তিনি। স্ত্রীর অন্য যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অশান্তি হতো বলে দাবি প্রতিবেশীদেরও। বৃহস্পতিবার অশান্তি চলছিল বলে জানতে পেরেছেন তাঁরা। মৃতের ভাই উমেশ মুদালিয়া জানান, দাদার ১০ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। বৌদির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল, যা নিয়ে অশান্তি হত। লোক দিয়ে দাদাকে খুন করিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

ঝাড়গ্রামে বইমেলায় কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী ঝাড়গ্রাম জেলা বইমেলা শুরু হয়েছে জঙ্গলমহলের বেলপাহাড়ি ব্লকের শিলদা শহরে। শুক্রবার বিকেল ৩ টে থেকে ৫ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান মঞ্চে শুরু হয় কবি সম্মেলন। কবিতা বিষয়ক আলোচনার মাঝখানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন জঙ্গলমহলের কবিরা। কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুব্রত কর্মকার, মলয় প্রামানিক-সহ আরো অনেকে। জঙ্গলমহলের কবিরা তাদের কবিতায় সেখানকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরেন। রাজ্য সরকার পরিচালিত এই বইমেলায় কবিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। জেলা বইমেলায় ৫০ এর বেশি বুক স্টল রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া টাকা দিয়েই চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দু'মাসের বেতন দেওয়া হবে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: তিন কোটি টাকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তা দিয়েই চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দু'মাসের বেতন দেওয়া হবে। পুরসভার অচলাবস্থা নিয়ে বৈঠক শেষে জানিয়ে দিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। রাজ্য সরকারের এই টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়েছে। পরে তা শোধ করতে হবে। পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হবে আর জানুয়ারি মাসে, আর সেটা পুরসভাকেই দিতে হবে।

পুরসভাকে আয় বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আন্দোলনকারী সাতজন প্রতিনিধির সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করে একথা জানান বিধায়ক। বিধায়ক আরও বলেন, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের মাসে বেতন দিতে দেড় কোটি টাকা খরচ হয়, অথচ পুরসভার আয় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা। বাকি টাকার সংস্থান করতে না পারায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কর্মীরা শুক্রবার থেকে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবারই ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস ফোন করেই সমস্যা সমাধান করার জন্য আধিকারিক জলি চৌধুরীকে পাঠান। তিন কোটি টাকা রাজ্য সরকার দিয়েছে যা দিয়ে দু'মাসের বেতন কর্মচারীদের দেওয়া হবে। চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা আমরা পাইনি। এখন একটা ফান্ডের টাকা আর একটা ফান্ডে ব্যবহার করা যায় না। পুরসভার আর্থিক সমস্যা রয়েছে, তাই বেতন দিতে বিলম্ব হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি দু'মাসের বেতনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগামী মাসের বেতনের ব্যবস্থা পুরসভাকেই করতে হবে তার জন্য আমরা আলোচনা করছি, কীভাবে আয় বাড়ানো যায় দেখছি।

পুরসভার গেটে শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থান মঞ্চে এসে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার কথা বলেন চেয়ারম্যান এবং বিধায়ক। তারপরই বিধায়ক ও চেয়ারম্যান প্রতীকী জঞ্জাল সাফাই-এর কাজ শুরু করেন। সাফাই কর্মীরা নর্দমা পরিষ্কার জঞ্জাল তোলার কাজ শুরু করে দেন।

রজত জয়ন্তী বর্ষে সমতট নাট্যমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমতট নাট্যমেলা পঁচিশ বছরে পা দিল। ২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর দুঃস্থ ও অসুস্থ নাট্যকর্মীদের সাহায্যার্থে বঙ্গ নাট্য সংহতির কল্যাণ তহবিলের জন্য ১১ দিনের এই নাট্যমেলা আয়োজিত হচ্ছে উত্তরপাড়া গণভবনে। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যদলগুলি মধ্যে চার্বাক, চেতনা, সায়ক, প্রাচ্য, পঞ্চম বৈদিক, নৈহাটি নাট্য সমন্বয়, নয়ে নাটুয়া, যাদবপুর রম্যানী, অনীক, কল্লায়ু অংশগ্রহণ করছে। এই সময়ের সেরা নাটকগুলির মধ্যে মঞ্চস্থ হবে ফেরারী ফৌজ, মহাত্মা বনাম গান্ধি, খেলাঘর, আক্ষরিক, চরণে সেবা লাগে, ধর্মাবতার, বারাবর্ষা, মনে জঙ্গলে, পুলিশ, দুসরা। থাকছে সমতট সংস্কৃতির নবনাট্য স্বপ্নময় ও অসময়। নাট্য মেলায় প্রতি বছরের মতই এবারেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা।

বিজ্ঞপ্তি

গাজীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের বোর্ড নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত 16/12/24 তারিখে উক্ত সমবায়ের নোটিশ বোর্ডে। যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ 23/12/24 ও 24/12/24, এবং শুনানির তারিখ 26/12/24

S/d,
Assistant Returning Officer
Gazi Pur S.K.U.S Ltd.
Gazi Pur, Ranaghat -1, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

মাশুন্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেডের বোর্ড নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত 16/12/2024 তারিখে উক্ত সমবায়ের নোটিশ বোর্ডে। যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ 23/12/24 ও 24/12/24, এবং শুনানির তারিখ 28/12/24.

S/d,
Assistant Returning Officer
Masunda S.K.U.S Ltd.
Masunda, Ranaghat -1, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

তারাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর বোর্ড নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত 16/12/2024 তারিখে উক্ত সমবায়ের নোটিশ বোর্ডে। যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ 23/12/2024 ও 24/12/2024 এবং শুনানির তারিখ 27/12/2024.

S/d,
Assistant Returning Officer
Tarapur S.K.U.S LTD.
Tarapur, Ranaghat-I, Nadia.

SBI এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২)
পো. খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৩০২, ইমেল : sbi.00202@sbi.co.in

গাড়ীর অকশন

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী রাহুল মজুমদার, মো: ৮৩৭৩০৫৩৬৫০, ইমেল : sbi.00202@sbi.co.in

ব্যাঙ্ক এর কাছে দায়বদ্ধ পুরানো বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি/যানগুলি খোলা নিলামে বিক্রি করা হবে ৩০.১২.২০২৪ (সোমবার)। নিলাম অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত এসবিআই খড়গপুর শাখা, পো. খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০২, যোগাযোগ নং - ৮৩৭৩০৫৩৬৫০/৯৭৩২৬৪৭০৯৫।

গাড়ির বিবরণ -

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	ভেহিকেল পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	মেক এবং মডেল : হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লি. গ্র্যান্ড আই১০ নিওস ১.২এমটিকেএপিপিএএসপিওআরটিজেড, রেজি . নং : WB24BJ2072, রেজি. তারিখ : ২৬.০৬.২০২৩, ইঞ্জিন নং : G4LAPM570030, চেসিস নং - MALB351CLPM450564, মালিকের নাম : সৌরভ কুমার নন্দী।	২৪.১২.২০২৪ (মঙ্গলবার) বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ পর্যন্ত।	২০২৩	৩০০০.০০ টাকা	৬,২০,৪৩৬.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট মূল্যাদি প্রযোজ্য হারে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত।
গাড়িগুলি "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "যা আছে যেমন আছে ভিত্তিতে" নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০ শতাংশ সমতুল্য বায়না জমার (ইএমডি ৬২,০৪৩.৬০ টাকা), ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা "এসবিআই খড়গপুর শাখা, অনুকূলে নগদ গৃহীত হবে না ২৭.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টে পর্যন্ত নিলামস্থলে। তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করে হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে সাতদিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ টাকাটাই জমা করতে হবে, ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের ৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। "এসবিআই খড়গপুর শাখা" বা অন্য এসবিআই শাখা/অফিসার কোনওভাবেই দায়ী নয়, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ২১.১২.২০২৪
স্থান- খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই খড়গপুর শাখা

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২ এর ৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. প্রতীকী দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	শ্রীমতি সাগরিকা ইসলাম শ্রী আনোয়ারউল ইসলাম, ল্যান - ১৪৬৬৬৭৫১০০০০০০৭৩	১. ১৮.১০.২০২৪ ২. ১৯.১২.২০২৪ ৩. ৩,৫৮,৩৫১.০০ টাকা (তিন লাখ আটান্ন হাজার তিনশ একান্ন টাকা) ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১১.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ এবং ১১.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	প্লট নং এলআর নং ১৭০১, মৌজা : নোয়াপাড়া, এলআর খতিয়ান নং ১২৯৩,জেএল নং ৭০, থানা : বহরমপুর, নওদাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ,পিন : ৭৪২১৩৪, চিহ্নিত স্থান : নোয়াপাড়া শিশু মাদ্রাসা। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া গ্রামীণ সড়ক, দক্ষিণে : ইব্রাহিমের সম্পত্তি; পূর্বে : নুরুল ইসলামের সম্পত্তি; পশ্চিমে : মাদ্রাসা।
২	মেসার্স দানা ডিস্ট্রিবিউটরস স্বত্বা : বিপ্লব দানা লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০২৫৯৬৫১১০০০০২২৮৮	১. ০৮.১০.২০২৪ ২. ২০.১২.২০২৪ ৩. ১৬,৯৮,৭২১.৭৪ টাকা (যোলো লাখ আটানব্বই হাজার সাতশ একুশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) ০৫.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩.৩ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা ভবন নির্মিত ঢাকা স্পেস ১০৩৮.৮৮ বর্গফুট প্রতিটি তলে আরএস প্লট নং ৩১৮৩, এলআর প্লট নং ৩৩৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৮৪৩৭, শ্রেণি-বাস্তু, অবস্থিত জেলা এবং থানা : বর্ধমান, মৌজা : রাধানগর, জেএলনং ৩৯, হোল্ডিং নং ৩২, মহল্লা -বি সি রোড, ওয়ার্ড নং ৩৪, বর্ধমান পুরসভা অধীন। চৌহদ্দি : পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং শ্রীমতি রেবা মল্লিকের দোতলা ভবন; পশ্চিমে : নীহার রক্ষিতের দোতলা ভবন; দক্ষিণে : পুরসভা লেন; উত্তরে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ২১.১২.২০২৪, স্থান : ১) মুর্শিদাবাদ, ২) বর্ধমান
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

রঞ্জপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
(রেজিঃ নং- ২, তারিখ- ০৮.০১.১৯৬২)
গ্রাম- রঞ্জপুর, পোঃ- গৌরাঙ্গচক, জেলা-হুগলী

ক্রমিক নং ঃ -------
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
তারিখ ঃ -----

এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ০১.০২.২০২৫ তারিখ শনিবার (বাংলা ১৮ ই মাঘ ১৪৩১) ভোট গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচনক্ষেত্র ও পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞপ্তির সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া প.ব. সমবায় আইন ২০০৬, প.ব. সমবায় নিয়মাবলী ২০১১। তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-এর নিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বিজ্ঞপ্তির সহিত সংযোজিত হইল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথা সময়ে যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোট দানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ধন্যবাদান্তে-

স্থান- রঞ্জপুর
তাং- ১৬.১২.২০২৪

ইন্দ্রনীল মোহান্ত
সমবায় পরিদর্শক, জাঙ্গিপাড়া ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নাম
১	সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সদস্য ও সদস্যাগণ	সাধারণ-৬জন, মহিলা সংরক্ষিত-২জন, তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত-১জন	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ
১। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে।
২। প্রার্থী প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক-এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে।
৩। ভোটারকে তাহার পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত প্রমাণ পত্র ভোটদানের জন্য প্রয়োজনে দেখাইতে হইবে। সমিতির কিষান ক্রেডিটকার্ড (ছবিযুক্ত গ্রাহ্য)।
৪। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়াই ভোটপত্রে ভোট দিতে হইবে।
৫। প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, জমা দেওয়া, পরীক্ষা ইত্যাদি প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নির্বাচনী এজেন্ট করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের নির্দিষ্ট ফরম সমিতি হইতে পাওয়া যাইবে।
৬। কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন, প.ব.-এর নিয়ম ইলেকশন এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৭। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৮। ভোটার সর্বাধিক তার নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবেন।
*** খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ২১.১২.২০২৪, সময় সকাল ১১টায়।
*** খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের স্থান- ক)সমিতির কার্য্যালয়, খ) হুগলী ডি.সি.সি.বি.ব্যাঙ্ক.লি., গ) রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত , ঘ) ব্লক অফিস।
*** আপত্তি নথিভুক্ত করার তারিখ, স্থান, সময়- ২৩.১২.২০২৪ হইতে ৩১.১২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত, প্রতিদিন দুপুর ৩টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমিতির কার্য্যালয়ে তথ্য প্রমানদিসহ লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হবে।
* ০২.০১.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টায় সমিতির কার্য্যালয়ে লিখিত অভিযোগের শুনানী হবে।

ক্র. স.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৬.০১.২০২৫	বৈকাল ৪ টা	সমিতির অফিসগৃহ
২	পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র বিলি	০৯.০১.২০২৫ হইতে ১০.০১.২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৩	পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা	০৯.০১.২০২৫ হইতে ১০.০১.২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১৩.০১.২০২৫	দুপুর ২টা হইতে	সমিতির অফিসগৃহ
৫	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১৩.০১.২০২৫	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৬	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	১৪.০১.২০২৫	দুপুর ৩ টার পূর্বে	সমিতির অফিসগৃহ
৭	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৪.০১.২০২৫	দুপুর ৩ টার পরে	সমিতির অফিসগৃহ
৮	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের তারিখ	০১.০২.২০২৫	বেলা ১২ টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
৯	ভোটগণনা	০১.০২.২০২৫	নির্বাচনের অব্যহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১০	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের ফল প্রকাশ	০১.০২.২০২৫	ভোট গণনার অব্যহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

স্বাক্ষর
ইন্দ্রনীল মোহান্ত
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
রঞ্জপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বাক্ষর
প্রবীর পান্ডে
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
রঞ্জপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার অধিগৃহীত)
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

হাজরা রোড শাখা এবং সল্ট লেক সেক্টর ৫ শাখা স্থানান্তরের জন্য লিজে অফিস প্রেমিসেস এর জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে হাজরা রোড এরিয়া এবং সল্ট লেক সেক্টর ৫ এলাকায়, পরিমাণ ১২০০-১৪০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, একতলায়/অব্যবহিত উপর তলায় (স্টিল্ট), পার্কিং সুবিধা সহ/ব্যতীত ১০/১৫/২০ বছরের লিজে আমাদের হাজরা রোড শাখা এবং সল্ট লেক সেক্টর ৫ শাখা স্থানান্তরের জন্য অফিস প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে (তৈরি/নির্মীয়মাণ প্রেমিসেস) দিতে আগ্রহী মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ২৫০ (অফেরতযোগ্য) টাকা ডিডি/বিপিও আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে প্রদান করে সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৪ জানুয়ারি ২০২৫।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা : ৭০০০০১

তারিখ : ২১.১২.২০২৪
জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম

বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে।

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
মেসার্স জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৩.০৮.১৯৯৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U27109WB1996PLC081038
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	ই/৩/৪, জিলান্দার হাউস ৮, এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৭.১২.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর	১৭.১২.২০২৪
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রশ্মি ছাউছারিয়া IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-2021/13148
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ২এ, নন্দলাল জিউ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ rashmi.chhawchharia@gmail.com
১০	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫ প্রসেস ইমেল : gemus.ibc@gmail.com রেজিস্টার্ড ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০১.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪।
জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৬.০১.২০২৫ তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা তাদের দাবি পেশ না করলে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীগণ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনসের অধীনে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সময়ে দাবি পেশ করতে পারেন এবং তা সংশ্লিষ্ট ধারার ৩৮ অধীনে দাখিলকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বা/-
শ্রীমতী রশ্মি ছাউছারিয়া
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
আইবিবিআই রেজি নং - IBBI/IPA-001/IP-P-02016/2020-2021/13148
এএফএ নং AA1/13148/02/300625/107222 ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত বৈধ

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.১২.২০২৪

নিদর্শ এ
জনবিজ্ঞপ্তি
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশন, ২০১৬ -এর রেগুলেশন ৬ অধীনে)

সুলজয় রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেডের ক্রেডিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	সুলজয় রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	২০/০৩/২০২১
৩.	কর্তৃপক্ষ যার অধীনে কর্পোরেট ডেটর অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U70109WB2021PTC244037
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	অফ-বি, ৬ষ্ঠ তল, ১২ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৭১
৬.	কর্পোরেট ডেটরের বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১৩.১২.২০২৪ (১৮.১২.২০২৪ তারিখে যোগাযোগ করা হয়েছে)
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	১২.০৬.২০২৫
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী মহেশ আগরওয়াল, আইআরপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P01995/2020-21/13087
৯.	বোর্ডের কাছে রেজিস্টার্ড হিসাবে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	ডি-১৩, সুবিধা অ্যাপার্টমেন্টস, সেক্টর-১৩, রোহিনি, নিউ দিল্লি ১১০০৮৫, এবং ইমেল আইডি- ip1387ma@gmail.com
১০.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে চিঠিপত্রের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেইল ব্যবহার করা হবে	ডি-১৩, সুবিধা অ্যাপার্টমেন্টস, সেক্টর-১৩, রোহিনি, নিউ দিল্লি ১১০০৮৫, এবং ইমেল আইডি- ip1387ma@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০২.০১.২০২৫
১২.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা ক্রেডিটরের শ্রেণী, যদি কিছু থাকে, সেকশন ৬ (এ)- এর ক্লজ (বি) অধীনে	প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণীতে কাজ করার জন্য চিহ্নিত করা অনুমোদিত ক্রেডিটরের প্রতিনিধি হিসাবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম হয়েছে (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ:	(ক) https://ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল ১৩.১২.২০২৪ তারিখে সুলজয় রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড -এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।
সুলজয় রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড -এর ক্রেডিটরদের এতদ্বারা ০২.০১.২০২৫ তারিখে বা তার আগে এন্ট্রি নং-১০ এ উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর কাছে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটররা কেবল বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত ক্রেডিটররা ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টের মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ দাবিগুলি জমা দিতে পারেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা করা হবে।

সিএ মহেশ আগরওয়াল
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI / IPA-001 / IP-P01995/2020-21/ 13087

তারিখ: ২০.১২.২০২৪
স্থান: নিউ দিল্লি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের বিক্রির জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ (নির্ধারিত ঋণদাতা) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত বিক্রয় করা হবে "যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২১.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা) নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	মেসার্স কৃষ্ণ কালী বস্ত্রালয় শাখা : কলকাতা মেন	জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা এবং তদস্থিত অস্থায়ী নির্মাণ -২৩২/১/১১, চকপাড়া, নতুন পল্লি, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ১১.৭০ লাখ টাকা ঘ) ১.১৭ লাখ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30246781138 ছ) ১১,৮১,৪৪৩ টাকা (০৩.০৮.২০২১ অনুযায়ী)
২	শ্রী পাপাই দাস এবং শ্রী জগন্নাথ দাস শাখা : কলকাতা মেন	বাস্তু (বসবাসের) জমি পরিমাণ ১৪ ডেসিমেল এরিয়া এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ ৮৭৫ বর্গফুট প্রতিটি তলায় কমবেশি অবস্থিত মৌজা : চৌবেড়িয়া, জেএল নং ১৩৫, দাগ নং ৩২০ এবং ৭১, পো : চৌবেড়িয়া, থানা : গোপালনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৩০.৩০ লাখ টাকা ঘ) ৩.০৩ লাখ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30216230696 ছ) ১৭,৭৯,৫৫৫ টাকা (৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী)

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি-র স্ট্যাটাসের জন্য support.ebkray@psballiance.com ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং "৮২৯১২ ২০২২০"-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : দীপক কুমার দে, অনুমোদিত অফিসার (০৩৩) ২২৩০ ৮৯৯২/২২৩০ ৬৭৭২

তারিখ : ২০.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/-, অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই ইন্দা শাখা (০৫১৫৫)
ও.টি. রোড, পো. ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৩০৫, ইমেল : sbi.05155@sbi.co.in

গাড়ীর অকশন

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী হীরক কুমার ঘোষ, মো: ৮০৭৩০৫৩৬৪০, ইমেল : sbi.05155@sbi.co.in

ব্যাঙ্ক এর কাছে দায়বদ্ধ পুরানো বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি/যানগুলি অবাধ নিলামে বিক্রি করা হবে ৩০.১২.২০২৪ (সোমবার)। অবাধ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত এসবিআই খড়গপুর শাখা, পো. খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০২, যোগাযোগ নং - ৮০৭৩০৫৩৬৪০/৯৭৩২৬৪৭০৯৫।

গাড়ির বিবরণ -

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	ভেহিকেল পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	মেক এবং মডেল : মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লি. সেলেরিও জেডএক্সআই, রেজি. নং : WB36L0828, রেজি. তারিখ : ১২.১০.২০২৩, ইঞ্জিন নং : K10CNC438717, চেসিস নং MA3TFC62SPJ261813, মালিকের নাম : সান্তনু পাল	২৪.১২.২০২৪ (মঙ্গলবার) বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ পর্যন্ত।	২০২৩	২০০০.০০ টাকা	৪,৯৭,৯৮০.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট মূল্যাদি প্রযোজ্য হারে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত।
গাড়িগুলি "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "যা আছে যেমন আছে ভিত্তিতে" নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০ শতাংশ সমতুল্য বায়না জমার (ইএমডি ৪৯,৭৯৮.০০ টাকা) , ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা "এসবিআই ইন্দা শাখা", অনুকূলে নগদ গৃহীত হবে না ২৭.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টে পর্যন্ত নিলামস্থলে। তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে সাতদিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ টাকাটাই জমা করতে হবে, ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের ৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। "এসবিআই ইন্দা শাখা" বা অন্য এসবিআই শাখা/অফিসার কোনওভাবেই দায়ী নয়, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ২১.১২.২০২৪
স্থান- ইন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই ইন্দা শাখা

Punjab & Sind Bank
খরিদা মেইন রোড শাখা
খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৩০১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে আহ্বান জানিয়ে নিম্নে প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন এখানে নিম্নে প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) খরিদা মেইন রোড শাখা খ) ঋণগ্রহীতা: শ্রী দুর্গা শঙ্কর ত্রিবেদী, শ্রী প্রিয়েশ কুমার ত্রিবেদী, শ্রী উমেশ কুমার ত্রিবেদী ও শ্রী দেবী শঙ্কর ত্রিবেদী বাসস্থান- হাউস নং ২৪১, ওয়ার্ড নং ১৯, সুভাষপল্লী, খড়গপুর জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৩০১।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর জমি সম্পত্তি বাস্তু জমি এরিয়া ৮.৫০ ডেসিমেল অবস্থিত প্লট নং আরএস এবং এলআর ১৫২, সাব প্লট নং ৩৯ এবং ৪০, খতিয়ান নং আরএস ৭৯, এলআর ৩৯০, এম এল আর ১০১২, ১০১৩, ১০১৪,১০১৫, জেএল নং ২১১, বারকোলা ৭ নং জিপি খড়গপুর-১ ব্লক, মৌজা রুইসন্দা, থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ১৫২, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : শ্রীমতি তপতী পান্ডার খালি জমি।	ক) ৩০.০৫.২০২৪ খ) ১৬.১২.২০২৪ গ) ৭,১২,৮৪৮.৭৪ টাকা (সাত লক্ষ বারো হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র) তদুপরি সুদ ও চার্জ
২.	ক) খরিদা মেইন রোড শাখা খ) ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী রাজশ্রী আচার্য্য, শ্রী বিশ্বজিৎ দে ও শ্রী তারাপদ দে বাসস্থান- ইন্দা ওয়ার্ড নং ১, কমলা কেবিন জলকালী ক্লাবের পিছনে খড়গপুর (এম), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ,পিন-৭২১ ৩০৫	ভবন এবং জমি এরিয়া ০৩.৫৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : ইন্দা, জেএল নং ২৩২, থানা : খড়গপুর টাউন, খড়গপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ০১, হোল্ডিং নং ৮১১/৫৫৬/১, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ৭৪৯৪/১৮ তারিখ ২৮.০৮.২০১৮। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : মীরা ব্যানার্জির ভবন, দক্ষিণে : অমল চক্রবর্তীর ভবন, পূর্বে : তপন সাঁতরার ভবন, পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক।	ক) ৩০.০৫.২০২৪ খ) ১৬.১২.২০২৪ গ) ৩৬,১১,৯১৪.৫৫ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ এগারো হাজার নয়শো চৌদ্দ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) তদুপরি সুদ ও চার্জ

তারিখ : ২১.১২.২০২৪
স্থান : খড়গপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

হ্যাকিং শিখতে স্কুল ছাড়লেও অবশেষে গোঘাট পুলিশের জালে ৩ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শিখতে হবে হ্যাকিং, তাই স্কুল পালিয়ে গুজরাতের সুরাতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছিল কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির তিন ছাত্র। কিন্তু পুলিশি তৎপরতায় তারাপীঠ থেকে উদ্ধার করা হল তিন ছাত্রকে। এই ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি খোলসা করল হুগলি জেলা পুলিশ। এদিন হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, শোভন কাইতি, রোহিত পাল ও দেবকুমার দাস নামে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির তিন ছাত্র গত বুধবার বিকালে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। বিদ্যালয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নিখোঁজ ওই ছাত্রদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর পেয়ে তাদের বৃহস্পতিবার রাতে তারাপীঠ এলাকা থেকে উদ্ধার করে গোঘাট থানার পুলিশ। বিষয়টি তদন্ত করতে গিয়ে তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পারেন যে, ওই তিন ছাত্র স্কুল থেকে পালিয়ে প্রথমে তারাপীঠ গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা হ্যাকিং শেখার উদ্দেশ্যে গুজরাতের সুরাতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। যদিও কিভাবে তারা হ্যাকিংয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল বা এর পিছনে কারো মদত আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি কিশোর কিশোরীদের মধ্যে হ্যাকিং সহ বিভিন্ন অসামাজিক প্রশিক্ষণের উৎসাহ কেন দিন দিন বাড়ছে তা নিয়েও সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা হবে বলে এদিন দাবি করেন পুলিশ সুপার কৃষাণু রায়। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে সাইবার পাঠশালা শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তীর উদ্যোগে বেশ কয়েক নামী স্কুলে সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে মুঠো ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে যাতে ছাত্র ছাত্রীরা অপরাধ জগতে জড়িয়ে না পড়ে সেই বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। এই বিষয়ে, আরামবাগের বিশিষ্ট সন্দীপ ব্যানার্জি বলেন, হ্যাকিং করা সম্পূর্ণ একটি বেআইনি কাজ। ছাত্রদের মধ্যে এই প্রবণতা সমাজের ভয়ংকর ক্ষতি করবে। সবমিলিয়ে গোঘাট থানার পুলিশ নিখোঁজ ছাত্রদের ফিরিয়ে আনলেও আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুপথে চালিত করতে গঠনমূলক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিতে হবে পুলিশ প্রশাসন ও শিক্ষকদের।

পেট্রাপোল বন্দরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: আমরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করতে পারলে বাংলাদেশের জন্য কি কি করতে পারি তা সকলেই জানে, পেট্রাপোল বন্দরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনুর। পেট্রাপোল বন্দরে বিএসএফদের জন্য আধুনিক ভবনের উদ্বোধনে এসে বাংলাদেশকে আক্রমণ শানালেন শান্তনু ঠাকুর। এদিন তিনি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে বিএসএফের সতর্ক থাকার কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, সাউথ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ এমন একটা দেশ ছিল যারা আর্থিকভাবে শক্তিশালী ছিল। এখন তারা ৫০ বছর পিছিয়ে গেছে। ওখানের জেহাদী কর্মকাণ্ড উগ্রবাদীদের বিচরণ আমরা সহ্য করব না। আমরা চাইব, বাংলাদেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হোক। তাদের কার্যকলাপ যেমন হবে আমাদের কার্যকলাপও তেমন হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, এরা আসলে সরকার চালাতে চাইছে না। জামাত উগ্রপন্থী মিলে যে শেল্টারটা পেয়েছে সেই শেল্টারটা কোথা থেকে পাচ্ছে আমরা সব জানি। ভারতকে তারা টুকরো করতে চায়। মুর্শিদাবাদ থেকে জঙ্গি গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, দুই একটি এরকম বিক্ষিপ্ত ঘটনা তৈরি হবে। সেগুলি গ্রেপ্তারও হবে সমাধানও করা হবে। আমরা যদি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে কি করতে পারি তা সকলেই জানেন। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্তে পেট্রাপোল ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অধীনে পেট্রাপোল বন্দরে কর্মরত বিএসএফদের জন্য তৈরি হয়েছে আধুনিক ভবনের, যার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সাড়ে তিন একর জমির উপরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ভবন তৈরি হয়েছে। যেখানে আলাদা আলাদা চারটি চারটি ভবন রয়েছে। যার মধ্যে সমস্ত ধরনের আধুনিক সুবিধা রয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়ালি এই ভবনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পেট্রাপোল সীমান্তে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও বনগাঁর কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা। এদিন শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, কলকাতা থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন রেলমন্ত্রীর কাছে।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা
কোড নং - ১৫৭৪৫, জোনাল অফিস (৫ম তল)
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৫৪

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার **মেসার্স অ্যাসপিরেশন ইভেন্টস অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন প্রাইভেট লিমিটেড** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা এ/সি নম্বর	জামিনদত্ত সম্পদ/সম্পত্তিসমূহের বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
মেসার্স অ্যাসপিরেশন ইভেন্টস অ্যান্ড অ্যাকটিভেশন প্রাইভেট লিমিটেড **ডিরেক্টরগণ : ১. দীপ চক্রবর্তী** পিতা শুভব্রত চক্রবর্তী, ৩য়তল, প্রেমিসেস নং ১৯৭, রাজডাঙ্গা মেন রোড, ব্লক : ইসি ১০১, কলকাতা : ৭০০১০৭, দক্ষিণ ২৪ পরগনা **এবং** জিৎ রেসিডেন্সি, ১৩০২ মাদুরদহ মেন রোড, মাদুরদহ, ই কে টি এসবিআই মাদুরদহ শাখার নিকট, কলকাতা : ৭০০১০৭। **২) সফিউল হক** পিতা মাজারউল হক, আদহাটা, আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩২২১। জামিনদাতা : অমনা বিবি, স্বামী সফিউল হক, আদহাটা, আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩২২১। **এ/সি নং : ৪১০৯৮১৯৮১২৭(সিসি)**	**অংশ -১** (অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তির উল্লেখ করুন, যেমন চালু সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য পণ্য, এবং স্পেয়ারস এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি যা নথিতে উল্লিখিত (তপশিল 'বি')। **"দায়বদ্ধ মজুত, চালু সম্পদ এবং সমুদয় আদায়যোগ্য"** **অংশ -২** **দলিল নং ১-৪৫২-২৭.০৪.২০০৫ তারিখ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১৩.৭৫ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : আদহাটা, পরগনা : উখড়া, জেএল নং ২০, আরএস নং ৯১, তৌজি নং ১৩, এলআর দাগ নং ৩৯০২, আরএস খতিয়ান নং ৬৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৩৬/১,নতুন খতিয়ান নং ১৩৭৩,থানা : আমডাঙ্গা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, আদহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও আমডাঙ্গা। **সম্পত্তি আমনা বিবির নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : অম্বর আলির কৃষি জমি ; দক্ষিণে : নাজির আলির কৃষি জমি; পশ্চিমে : নিজস্ব সম্পত্তি।	১১.১২.২০২৪	২৯.১১.২০২৪	২৫,৮৭,৫৮৮.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ সাতাশি হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা) ০৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে পূর্বের সকল নোটিশ বাতিল হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তা প্রত্যাহার করা হল

তারিখ : ২১.১২.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আসানসোল পুর নিগমের তৃণমূল কাউন্সিলারের বাড়ি দখল ঋণদানকারী সংস্থার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: তৃণমূল কাউন্সিলারের বাড়ি সিল করল এক বেসরকারি হোম ফাইন্যান্স কোম্পানি। ঋণ শোধ না করায় কোর্টের নির্দেশে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সবাইকে বের করে দিয়ে বাড়িটি সিল করে দেয়। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে কুলটি বিধানসভা এলাকার আসানসোল পুরনিগমের ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড পাতিয়ানা মহল্লায়। গত দেড়মাস ধরে তৃণমূল কাউন্সিলার সেলিম আখতার আনসারি বেপাত্তা বলে দাবি স্থানীয়দের।

ঋণ শোধ না করায় কুলটির তৃণমূল কাউন্সিলারের বাড়ি দখল নিল বেসরকারি হাউসিং ঋণ প্রদানকারী সংস্থা। আদালতের নির্দেশে কুলটি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসানসোল পুরনিগমের ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সেলিম আক্তারের বাড়ি সিল করে দেওয়া হয়। আসানসোলের কুলটির পাতিয়ানা মহল্লায় এলাকায় সেলিমের বাড়ি। বেসরকারি হাউসিং ঋণ প্রধানকারী সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে ১৯ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন সেলিম আখতার আনসারি ও তার ভাই শামিম আনসারি। সেই টাকা শোধ না করায় সেই ঋণের অঙ্ক প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরপর ওই সংস্থা আদালতের দ্বারস্থ হয়। অবশেষে আদালতের নির্দেশে সেলিম আখতারের বাড়ি দখল নেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। সেলিম আখতার আনসারির ভাই শামিম আখতার আনসারি বলেন, তার দাদা গত দেড়মাস ধরে বাড়িতে নেই। সংস্থার পক্ষ থেকে তারক সামন্ত বলেন, চারবছর ধরে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। অবশেষে আদালতের নির্দেশে তারা বাড়িটি দখল নিতে এসেছেন।

উল্লেখ্য, তৃণমূল কাউন্সিলর সেলিম আখতার ওই এলাকার রেশন ডিলারও। তার বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। খাদ্য দপ্তর থেকে তদন্ত হয় ও রেশন দোকান সিল করে দেওয়া হয়। তখনও পালিয়েছিল সেলিম আখতার। পরে ওই রেশনের জিনিসপত্র সঠিক বণ্টনের জন্য পাশের এলাকার ডিলারকে দিয়ে দেওয়া হয়। সেলিমের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। শুধু তাই নয়, এই কাউন্সিলরকে মাস দুয়েক আগে কেউ বা কারা চিঠি দিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ হয়েছিল।

হাবড়ায় বৃদ্ধাকে কুপিয়ে খুন যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: প্রতিবেশী যুবকের হাতে খুন হলেন ৭৫ বছরের বৃদ্ধা, ভরদুপুরে বৃদ্ধাকে কুপিয়ে খুন করলেন এলাকারই এক যুবক। সোনার দুল ছিনতাই করতে এসেছিল আর তাতে বাঁধা দিতেই এমন পরিণতি জানালেন স্থানীয়রা। এলাকায় এই মুহূর্তে থমথমে পরিবেশ। ঘটনাস্থলে হাবড়া এসডিপিওর নেতৃত্বে হাবড়া থানার পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে হাবড়া থানার আকরামপুর শ্মশান মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন দুপুরে অনিমা বিশ্বাস নিজের ঘরের কাছেই দুপুরে স্নান করবেন বলে গরম জল করছিলেন। হঠাৎ বৃদ্ধার চিৎকার ছুটে আসেন স্থানীয়রা, স্থানীয়রা দেখতে পান রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। রক্তাক্ত ধারালো কাটারি হাতে পালাচ্ছেন এলাকারই বছর ৩২ এর যুবক রাজু দাস। প্রথমে বৃদ্ধাকে হাবড়া হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান। বৃদ্ধার ঘাড়ে এবং মাথায় ধারালো কাটারি দিয়ে একের পর এক আঘাত করেছে বলে জানা যায়। তবে কি কারণে মৃত্যু ধন্দে পুলিশ প্রশাসন। গ্রেপ্তার রাজু দাস নামে এই যুবক। তবে স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা বৃদ্ধার কানে সোনার দুল ছিল আর এই যুবক নেশা করতেন তাই নেশার টাকা জোগাড় করার জন্যই কানের দুল ছিনতাই করতে আসেন এবং বৃদ্ধা বাধা দিতেই ঘটে এই ঘটনা। এই বৃদ্ধা খুনের ঘটনা যে ওয়ার্ডে হয়েছে অর্থাৎ হাবড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় কুমার দাস তিনি অবশ্য স্বীকার করে নিলেন এলাকায় নেশার আসর বসত।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H172992207 21015540 / H172992007 21012849	1. চন্দন কান্তি চৌধুরী, ঋণগ্রহীতা হিসাবে 2. পুলকিতা ঘোষ, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে	**অনুসূচি-I** দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা মহেশতলা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1/নতুন হিসাবে নাম্বারযুক্ত, বাটা রোড, বাটানগর, কোলকাতা-700140 অধীনে মিরপুর মৌজায়, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42'তে কার পার্কিং জায়গার সঙ্গে একত্রে ''হাইল্যাণ্ড গ্রীনস'' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত প্রোজেক্টের 6 নং টাওয়ারের 7ম তলায় 712 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশের অ্যাপার্টমেন্ট নং 7এ1। **অনুসূচি-II** দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা মহেশতলা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1/নতুন হিসাবে নাম্বারযুক্ত, বাটা রোড, বাটানগর, কোলকাতা-700140 অধীনে মিরপুর মৌজায়, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42'তে কার পার্কিং জায়গার সঙ্গে একত্রে ''হাইল্যাণ্ড গ্রীনস'' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত প্রোজেক্টের 6 নং টাওয়ারের 7ম তলায় 712 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশের অ্যাপার্টমেন্ট নং 7এ2।	12.02.2024	12/02/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ48,88,480.18/- (টাকা আটচল্লিশ লাখ অষ্টআশি হাজার চারশো আশি এবং পয়সা আঠারো)	বাস্তবিক দখল 17.12.2024

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

তারিখ: 21.12.2024
স্থান: কলকাতা

হরিপালের কৈকালা গ্রাম পঞ্চায়েতের জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের উপস্থিতি কম

দূষণকে দুষলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত কৈকালা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বলদবাঁধ গ্রামে মোট আটটি জলাশয় আছে। এই জলাশয়ে প্রতিবছরই নিয়ম করে দেখা মেলে পরিযায়ী পাখির দলের। এ বছরেও তুলনায় কম হলেও শীতের শুরুতেই জমিয়েছে সুদূর হিমালয় থেকে আসা পরিযায়ী পাখির দল, ভিড় করেছে বলদবাঁধ গ্রামে। বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং এই এলাকার জলাশয়ের অন্যতম মালিক স্বরূপ মিত্র জানালেন প্রতিবছরই শীত শুরুর আগে পরিযায়ী পাখির দলের আগমন হয় এই বলদবাদ গ্রামে। কিন্তু বর্তমানে খাদ্য অভাব ও পরিবেশ দূষণ এবং অত্যাধিক শব্দ দূষণের ফলে পাখির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমাদের ছোটবেলায় ঘুম ভাঙলেই পাখির আওয়াজ পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে সময়ে দেখা যাচ্ছে পাখিদের কলরব কম শোনা যায়। সংখ্যাটা ক্রমশই কমছে দেখে গতকয়েক বছর আমরা গ্রামবাসীদের তরফ থেকে পোস্টারের মাধ্যম দিয়ে এলাকায় পিকনিক করা, পাখি শিকার যাতে কেউ না করে বা অতিরিক্ত মাইক ব্যবহার, বাজি পোড়ানো না করে তার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। তাই আশা রাখব, পাখিদের কথা মানুষ ভাববে এবং আগামী দিনে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কোনওমতেই পরিবেশকে দূষণ করা যাবে না।

অবৈধ আধার কার্ড তৈরির দোকান, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানে টাকার বিনিময় বিভিন্ন মানুষের আধার কার্ড তৈরি করার অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে হাজির হয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। আধার কার্ড তৈরি হওয়া একটি সেন্টারে হানা দিয়ে সেটিকে বন্ধ করে দেয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। নাম সংশোধন এবং আধার কার্ড সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ হত সেখানে। এরপরই পুলিশের কাছে সেই খবর আসার পরই এই আধার কার্ড তৈরির সেন্টারটি কতটা বৈধ তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাদের ঠিক মতো লাইসেন্স রয়েছে কিনা তা দেখতে সেখানে হাজির হয় পুলিশ। প্রয়োজনীয় তথ্য দেখাতে না পারায় ওই সেন্টারটিকে বন্ধ করে দেয় পুলিশ। এরপর সহদেব বিশ্বাস ও রাজেশ শেখ নামের দু'জনকে আটক করে পূর্বস্থলী থানাতেও নিয়ে যায় পুলিশ। আধার কার্ড তৈরির বেশ কিছু মেশিন নগদ অর্থ ল্যাপটপ ও বাজেয়াপ্ত করেছে পূর্বস্থলী থানা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

নকল মশলা তৈরির অভিযোগে পূর্বস্থলীতে ৪ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের পিলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খর দত্তপাড়া এলাকায় ভেজাল মশলা তৈরি এবং তা বিক্রি করার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ধনে, জিরে, লঙ্কা, হলুদ, সহ খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন মশলা রং মিশিয়ে ভেজাল ভাবে তৈরি করতেন তারা। এমনই অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার ফুড সেফটি দপ্তর ও পূর্বস্থলী থানার পুলিশ যৌথভাবে সামিরুল শেখের বাড়িতে অভিযান চালায়। এরপরই মশলা তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি, সামিরুল শেখ, ও তাদের দোকানে কর্মরত আরো তিনজন শ্রমিক মণিরুল শেখ, কেষ্ট সিংহ ও সাহামল শেখ সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করে কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। যদিও এই প্রসঙ্গে ধৃত সামিরুল শেখের বাবা ফরিদ মল্লিক জানিয়েছেন, আমরা কোনও রকমই ভেজাল মশলা তৈরি করি না। আমাদেরকে মিথ্যে ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।

মরণফাঁদ রেলগেটে, উদাসীন রেল কর্তৃপক্ষ

সুমন তালুকদার

বারাসাত: ব্যস্ত জাতীয় সড়কের উপর মরণফাঁদ। নিত্যদিনই ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। যানজটে ভুগছে যাত্রী থেকে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাত। ভ্রুক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তাদের। বারাসাত শহরের বুক চিরে গেছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত দুটি জাতীয় সড়ক। একটি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক (বর্তমানে ১২ নম্বর), যেটি উত্তর বঙ্গের সঙ্গে কলকাতার যোগসূত্র ঘটিয়েছে। অন্যটি ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক বা যশোহর রোড, যেটি এশিয়ার বৃহত্তম স্থল বন্দর পেট্রাপোলের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করেছে। বারাসাত পুরসভার মধ্যেই এই ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে গেছে শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার রেল লাইন। রেল লাইনটি বারাসাতের জগদিঘাটা কাজিপাড়ায় জাতীয় সড়কটিকে ক্রস করেছে। ফলত ওই স্থানে একটি রেল গেট আছে। সেই গেটের প্রায় ৭০-৮০ ফুট জাতীয় সড়কের জায়গাটি দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। দিন যত গড়াচ্ছে রাস্তার উপরের ছোট বড় গর্ত আরও গভীর হচ্ছে। বিপদ এড়াতে ওই অংশ দিয়ে গাড়ি চলাচল ধীর গতিতে চলছে। জাতীয় সড়কের ওই অংশটি রেলের অধীনে। ওই অংশের সংস্কারের কাজে রেল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা। ফলত সংস্কারের কাজটি বহুদিন ধরে আটকে আছে। রেলের ব্যর্থতায় সমস্যা পড়ছেন নিত্য সড়ক যাত্রীরা। ব্যাহত হচ্ছে সীমান্ত বাণিজ্য।

বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি নিজে বিভিন্ন রেলগেটগুলির সংস্কারের জন্য রেলের আধিকারিকদের বলেছি। রেল গুরুত্ব সহকারে কাজগুলি না করায় অল্পদিনের মধ্যেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি আবারও রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দেন। বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি বলেন, রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েও লাভ হচ্ছে না।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - টোপাজ কয়াল, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৬.০১.২০২৫
নিলামের সময় - বেলা ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	
১	**ঋণগ্রহীতা : ১) সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, স্বত্বা : প্রয়াত সন্টু দত্ত,** পি-২৭১, বেনারস রোড, সিটি : হাওড়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮, **এবং** ৭২/১, মাকড়দহ রোড, পো : কদমতলা, হাওড়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০১। **২) প্রয়াত সন্টু দত্ত এর আইনি উত্তরাধিকারী (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা -সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস), শ্রী সমীর দত্ত,** পিতা প্রয়াত পরেশ নাথ দত্ত, দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট। ফ্ল্যাট নং ৩এ, দমদম পার্ক প্রেমিসেস নং ৬২, কলকাতা ৭০০০৫৫ **এবং** গোকুল ধাম, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ৬৪, দমদম পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৫৫। **৩) প্রয়াত সন্টু দত্তর আইনি উত্তরাধিকারী (স্বত্বাধিকারী সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস) শ্রীমতি মহামায়া দত্ত** স্বামী প্রয়াত পরেশ নাথ দত্ত, দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, দমদম পার্ক প্রেমিসেস নং ৬২, কলকাতা ৭০০০৫৫ **এবং** গোকুল ধাম, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ৬৪, দমদম পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৫৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩এ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২৫ বর্গফুট (আনুমানিক) উত্তর পশ্চিম দিকে ৪র্থতলে, পাঁচতলা ভবন "দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা কমবেশি পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৫/এ, দমদম পার্ক এবং প্রেমিসেস নং ৬২ দমদম পার্ক, থানা : লেক টাউন (পূর্বতন দমদম), কলকাতা : ৭০০০৫৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর বিধাননগর, মৌজা : কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, সিএস দাগ নং ২৩৬৬, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুর সড়ক , দক্ষিণে : প্লট নং ৬৯, পূর্বে : প্লট নং ৬১, পশ্চিমে : প্লট নং ৬৩। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী সন্টু দত্ত এবং শ্রী সমীর দত্ত, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৯০৪৪-২০০৩ সালের। সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত। দ্রষ্টব্য : উক্ত সম্পত্তির জন্য এসএ দাখিল করা হয়েছে ডিআরটি ৩ সমীপে উল্লেখ্য এসএ/১০৩/২০২৩। যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৫৬,৪৬,৩০০.৫০ টাকা **(ছাপান্ন লাখ ছেচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) ১০.১০.২০২২ অনুযায়ী** (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ১১.১০.২০২২ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	সংরক্ষিত মূল্য ৩৭,৫০,০০০.০০ টাকা; ইএমডি ১০ শতাংশ ৩,৭৫,০০০.০০ টাকা; ডাক বর্ধিত পরিমাণ ৩০,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭ ৯৬৭৪৭১১২৫৫; পর্যবেক্ষণের তারিখ ৩০.১২.২০২৪
২	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স খান কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সাপ্লায়ার, স্বত্বা : প্রয়াত ইমরান খান, শ্রীমতি নাসিমা বেগম খান** (প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী) **শ্রী মুজিবুর রহমান খান,** পিতা জয়নাল আবেদিন খান, (জামিনদাতা) **স্নেহা খান, কন্যা এবং প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী** (অভিভাবক নাসিমা বেগম খান কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী), **নাসরিন খান, কন্যা এবং প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী** (অভিভাবক নাসিমা বেগম খান কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী), **ইনায়া খান, কন্যা এবং প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী,** (অভিভাবক নাসিমা বেগম খান কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী), **সকলের ঠিকানা :** গ্রাম : মহাবাতনগর, পো : কৈলাশপুর, থানা : রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৪৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ০৮.০০ ডেসিমেল কমবেশি বাস্তু জমি , দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত তৌজি নং ২৮৭৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৬ , সিএস খতিয়ান নং ৯১, আরএস খতিয়ান নং ১২৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৮০, মৌজা : মহাবত নগর, জেএল নং ১৪১, হাল জেএল নং ১২২, থানা : মথুরাপুর, (বর্তমানে থানা রায়দিঘি) জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অংশ প্লট নং ৭০৬, দক্ষিণে : অংশ প্লট নং ৭০৬, পূর্বে : অংশ প্লট নং ৭০৬, পশ্চিমে : সড়ক। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম মুজিবুর রহমান খান উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৬০-১৯৮২। সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বদখলীকৃত। দ্রষ্টব্য : উক্ত সম্পত্তির জন্য এসএ দাখিল করা হয়েছে ডিআরটি ৩ সমীপে উল্লেখ্য এসএ/৮২৭/২০২২। যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৫৪,১৫,৫৫০.০০ টাকা **(চুয়ান্ন লাখ পনের হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা) ১৫.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ	সংরক্ষিত মূল্য ৩৫,১৬,০০০.০০ টাকা; ইএমডি ১০ শতাংশ ৩,৫১,৬০০.০০ টাকা; ডাক বর্ধিত পরিমাণ ৩০,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭ ৯৬৭৪৭১১২৫৫; পর্যবেক্ষণের তারিখ ৩০.১২.২০২৪

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet.psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২১.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

হাইব্রিড মডেলেই হতে পারে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে হাইব্রিড মডেলে। ভারত ছাড়া সব দেশ খেলবে পাকিস্তানের মাটিতে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা খেলবেন নিরপেক্ষ দেশে। ভারতের ম্যাচগুলি কোন দেশে হবে, তা চূড়ান্ত হয়নি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) রাজি করাতে তাদের একটি শর্ত মেনে নিতে হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি)। ঠিক হয়েছে, ২০২৮ সাল পর্যন্ত আইসিসির সব প্রতিযোগিতায় ভারত এবং পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলি খেলবে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে। অর্থাৎ, ভারতে দল পাঠাতে হবে না পিসিবিকে। ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রিকেটীয় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আইসিসির এই সিদ্ধান্তে কি অস্থির হতে পারে বাকি ক্রিকেট বিশ্ব? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ক্রিকেমহলে।

ক্রিকেটমহলের আশঙ্কা, আইসিসির এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়তে পারে বাকি দেশগুলির উপর। ভারত এবং পাকিস্তান নিরপেক্ষ দেশে খেললে প্রতিযোগিতার অন্য দলগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সফর করতে হবে। একটি বা দু'টি ম্যাচ খেলার জন্য তাদেরও অন্য দেশে যেতে হবে। তাতে ক্রিকেটারদের উপর শারীরিক ধকল আরও বাড়বে। স্বভাবত ক্রিকেট বিশ্বের অন্য দেশগুলি আইসিসির এই সিদ্ধান্তে অখুশি হতে পারে। যেমন হয়েছিল ২০২৩ সালের এশিয়া কাপে। সে বারও পাকিস্তানে দল পাঠাতে রাজি হয়নি বিসিসিআই। ভারতের ম্যাচগুলি হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। ফলত প্রতিযোগিতার অন্য দলগুলিকে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় যাতায়াত করে প্রতিযোগিতা খেলতে হয়েছিল। সফরের ক্লান্তি ছাড়া আরও একটা সমস্যায় পড়েছিল দলগুলি। তা হল, দু'দেশের আবহাওয়া পিচের চরিত্র ভিন্ন। তাই আবহাওয়া এবং পিচের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল বাংলাদেশ এবং নেপালকে। আফগানিস্তান শুধু তাদের দু'টি ম্যাচই পাকিস্তানে খেলার সুযোগ পেয়েছিল।

বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ তখনই আপত্তি জানিয়েছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বিরক্তি নিয়ে বলেছিলেন, "এই পরিস্থিতির জন্যই আমরা কার্যত অসহায়। প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ আমরা খেললাম শ্রীলঙ্কায়। দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে যেতে হল পাকিস্তানে। আবার পরের দু'টি ম্যাচের জন্য ফিরতে হল শ্রীলঙ্কায়। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সিদ্ধান্ত মানতেই হবে। দলের সফরে যাতে সমস্যা না-হয়, সে জন্য অবশ্য এসিসি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করেছে। যে দলগুলিতে দু'দেশে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে, তাদের সকলের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।" তবু ক্রিকেটারদের বিমানযাত্রার ধকল বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ক্রিকেটমহলের একাংশ। বিরক্তি গোপন করেনি বিসিবিও। তারা বলেছিল, "প্রয়োজনের বেশি যাতায়াতে সমস্যা তো বাড়বেই। বিমান ধরার দু'ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে যেতে হয়। ব্যাগ, কিটস বয়ে নিয়ে যেতে হয়। শ্রীলঙ্কা এবং

পাকিস্তানের মধ্যে আকাশ পথে দূরত্ব খুব কম নয়। যথেষ্ট সমস্যা হলেও আমাদের কিছুই করার নেই। এসিসির সিদ্ধান্ত মেনে চলা ছাড়া উপায় কী!"

২০২৩ সালের এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ করেছিল ছ'টি দেশ। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকবে ২০টি দেশ। প্রতিযোগিতার কাঠামো অনুযায়ী ১২টি করে দেশকে খেলতে হতে পারে ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে। সেই সব দেশকেই দু'দেশে যাতায়াত করতে হবে। এতগুলি দেশ কি আইসিসির সিদ্ধান্ত বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবে? প্রশ্ন উঠছে আইসিসির ঘোষণার পর থেকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবে এক দিনের ক্রিকেটে সেরা আটটি দেশ। তারা সকলেই আইসিসির পূর্ণ সদস্য। কিন্তু ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অনেক নতুন দেশ খেলতে পারে। নতুন দেশগুলি এমন নিয়ম কি মেনে নেবে? একাধিক দেশ অকারণ সফরে আপত্তি জানালে ধাক্কা খেতে পারে ক্রিকেটের বিশ্বায়ন নিয়ে আইসিসির চেষ্টা। নতুন দেশগুলি আগ্রহ হারাতে পারে এমন অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ফলে। আইসিসি কর্তারা যে বিষয়টি ভাবেননি, তা নয়। আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির হাইব্রিড মডেল নিয়ে আলোচনার সময়ই তাঁদের মধ্যে আশঙ্কার দিকটিও আলোচিত হয়েছে। তবু আপাতত তাঁরা বিকল্প কোনও উপায় পাননি।

আঞ্চলিক রাজনীতির কারণে এই সমস্যা দীর্ঘায়িত হলে আইসিসির উচিত দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের খোঁজ করা। আইসিসির শেষ বোর্ড-বৈঠকে এমন সুর শোনা গিয়েছে একাধিক দেশের প্রতিনিধিদের মুখে। প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব কোনও দেশকে দেওয়ার আগে সব সদস্য দেশের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। আলোচনা করে নেওয়া দরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার সম্প্রচার স্বত্ব পাওয়া টেলিভিশন সংস্থার সঙ্গেও। সব দেশের ক্রিকেট বোর্ড, বিজ্ঞাপনদাতা, টেলিভিশন সম্প্রচার সংস্থা এবং ক্রিকেটারদের মতামত জেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। না হলে প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বড় সমস্যা হতে পারে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্বের একাংশ।

প্রশ্ন শুধু সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সহমত তৈরি নিয়ে নয়। প্রতিযোগিতার আর্থিক লাভ-ক্ষতির দিকটিও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হচ্ছে। হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে বিপুল খরচ বাড়ে। তাতে আইসিসি এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ক্রিকেট বোর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিযোগিতার সম্প্রচারকারী টেলিভিশন চ্যানেলেরও লভ্যাংশ কমার বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য অচলাবস্থার ফলে এখনও সূচি নিশ্চিত করা যায়নি। শুরু করা যায়নি টিকিট বিক্রি। ক্রিকেটারদের মতো ক্রিকেটপ্রেমীরাও অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। বার বার এমন হলে মাঠে গিয়ে খেলা দেখার আগ্রহ হারাতে পারেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একটা অংশও।

সব মিলিয়ে ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক বার্তা দিতে ব্যর্থ আইসিসি। এক দিকে আইসিসি কর্তারা চাইছেন, সারা বিশ্বে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে। বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ক্রিকেটের প্রসারের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আইসিসির প্রতিযোগিতাগুলিই এমন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হলে ক্রীড়াবিশ্বের উন্নত দেশগুলি ক্রিকেট নিয়ে আগ্রহ হারাতে পারে শুরুতেই। আবার অন্য দেশগুলিও এই উদাহরণকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট কোনও কারণে নির্দিষ্ট কোনও দেশে গিয়ে খেলতে অস্বীকার করতে পারে। তাতে ভবিষ্যতে আরও বেশি চাপের সম্মুখীন হতে হবে আইসিসিকে।

আইএসএলে ৮৩ দিন পর হারল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৮ সেপ্টেম্বর শেষ বার বেঙ্গালুরুর কাছে মোহনবাগান হেরেছিল ০-৩ গোলে। তার পর আবার আইএসএলে হারতে হল মোহনবাগানকে। শুক্রবার গোয়ার কাছে তাদেরই মাঠে ১-২ গোলে হেরে গেল মোহনবাগান। আরও একটা অ্যাওয়ে ম্যাচে হারতে হল সবুজ-মেরুনকে। গোয়ার হয়ে জোড়া গোল করলেন ব্রাইসন ফের্নান্দেস। মোহনবাগানের একমাত্র গোল দিমিত্রি পেত্রাতোসের।

অসি স্ট্রাইকারের চোট পেয়ে উঠে যাওয়াই কাল হল মোহনবাগানের। গোল করার পরেই মাঠ থেকে উঠে যান তিনি। প্রথমে মনে হয়েছিল এটি কোচের কৌশল। পরে রিজার্ভ বেঞ্চে পেত্রাতোসের শুশ্রূষা দেখে চোট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পেত্রাতোস না থাকায় বল বাড়ানোর কেউ ছিল না। হেরে গিয়ে ১২ ম্যাচে ২৪ পয়েন্টেই থাকল মোহনবাগান।

যত ক্ষণ মাঠে ছিলেন খুব একটা খারাপ খেলেননি। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি আদায় করলেন। গোলও করলেন। তিন মিনিট পরেই সেই পেত্রাতোসকে তুলে নিলেন কোচ হোসে মোলিনা। মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন পেত্রাতোস। সাইডলাইন পেরনোর পর কোচের উদ্দেশে কিছু বললেনও। তখন মনে করা হয়েছিল গোল পাওয়ার পরেই তুলে নেওয়ায় খুশি হতে পারেননি অসি স্ট্রাইকার। তবে কয়েক মিনিট পরেই বোঝা গেল অন্য ব্যাপার।

E-TENDER NOTICE

Tenders are invited by the undersigned against **NIT No. 3/2024-25, dt. 20.12.2024** for Construction of Permanent structure of Azola Production unit [8'-0" X 3'-0"] at WBCADC Gaighata Project under RKVY Scheme. **Estimated value Rs. 1,95,492.00.** The last date of issue of Tender paper is on **28.12.2024.** The detailed information is available in website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Gaighata Project

Notice e-Tender

The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 11/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25.** (FOR-7 Nos WORKS) Dated: **20.12.2024,** Last date of Bid submission **30.12.2024 upto 02:00 Hours.** For details please visit website **www://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

NIT No. SFDC/MD/NIT-16(e)/2024-25

SFDC Ltd. Invites 1 (one) no. tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for thework 'Construction of Fish landing Ghat at right embankment of Rupnarayan river near Kalimandir in G.P. Kola - I Block & P.S. Kolaghat, District.-Purba Medinipur'.Last date of (online) bid submission on **06/01/2025 upto 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **08/01/2025 at 4.00 p.m.** respectively. For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

Notice Inviting e-Tender

NIT No.: JOY2/10 of 2024-25, Date: 20.12.2024. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 4 nos. of Work vide **Tender Id: 2024_ZPHD_788618_1 to 2024_ZPHD_788618_4** and Last Date of Bid Submission is **30.12.2024.** For details visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

E-Tender Notice

E-tender invited vide **NIT No. 08/SGP/SFC/2024-25** (2nd Call) by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **27/12/2024 up to 16:30 pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এএলটি-বিডব্লুএনআরআরআই-২৪-২৫, তারিখ ১৯.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এএলটি-বিডব্লুএনআরআরআই-২৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে হাই ডেনসিটি নেটওয়ার্ক (এইচডিএন) রুটে রেল চলাচলের সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান রুট রিলে ইন্টারলকিং-এর পুনর্নির্মাণ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** দুই প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৭,৮২,৭২,৭৮৯.১২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১০,৪১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ৩০.১২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। HWH-500/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING E-TENDER

Application are invited from Contractors/Agencies vide NIT bearing Memo nos.- **BGP/ 1100/2024,** dated: **20/12/2024** (Sl no-1, 2, 3, 4) of the undersigned for implementation for construction of Leatch Pit from SBMG Fund at different location under Bandipur Gram Panchayat. For details visit Office Notice Board and **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Parganas

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

জয়পুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের মৃত ১১, আহত ৪০

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বর: রাজস্থানের জয়পুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে বিস্ফোরণের জেরে ঝলসে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত প্রায় ৪০ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা প্রশাসনের। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জয়পুরের এক পেট্রোল পাম্পের কাছে।

জানা গিয়েছে, পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি সিএনজি ট্যাঙ্কার দাঁড়িয়েছিল। একটি ট্রাক এসে দাঁড়িয়ে থাকা ওই ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারতেই আগুন ধরে যায়। আর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। তার পরই বিস্ফোরণ ঘটে, যার প্রভাব। প্রায় ৩০০ মিটার জুড়ে পড়ে। একের পর এক গাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ায় ভিতরেই ঝলসে অনেকের মৃত্যু হয়। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও অনেকে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার পর বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এতটাই তীব্র ছিল যে, ১০ কিলোমিটার দূর থেকে তা শোনা গিয়েছে। পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি রাসায়নিক এবং তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন লেগে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। একের পর এক ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটে। ভাকরোতার পুলিশ আধিকারিক মণীশ গুপ্ত জানান, অগ্নিকাণ্ডের জেরে বেশ কয়েকটি ট্রাক পুড়ে গিয়েছে। আহতের সংখ্যাও অনেক। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান।মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং তাঁদের চিকিৎসায় যাতে কোনও রকম গাফিলতি না হয়, তার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'জয়পুর-অজমের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনায় বেশ কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।'

ধানবাদ আইআইটি-র এমটেক-এ সর্বোচ্চ (৯.৮৮/১০) সিজিপিএ প্রাপ্ত অনেস্বা চক্রবর্তী ৪৪-তম সমাবর্তনে স্বর্ণপদক নিচ্ছেন নীতি আয়োগ-এর সদস্য, দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রর অন্যতম প্রধান আবিষ্কর্তা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভি কে সারস্বতর কাছ থেকে। পাশে ধানবাদ আইআইটি-র অধিকর্তা অধ্যাপক সুকুমার মিশ্র। সমস্ত এম টেক মিলিয়ে প্রথম হয়েছে অনেস্বা।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আহ্বান করেছেন: **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার বিভিন্ন স্টেশন এবং পরিষেবা ভবনের খালি ছাদে অন গ্রিড ৬৫৪ কেডব্লিউপি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ২,৪১,৯৮,০০০.০০। **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৭/০১/২০২৫ তারিখের ১৫.০০ টায় (আইএসটি)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা:** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার -এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ: https:www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং. : ইএলএম_১৩৫_এসপিভি৬৫৪_ডিটি২৭-১১-২৪।

আমাদের অনুসরণ করুণঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/467/24-25 Dated 10.12.2024	Upgradation of road at Purbayan in Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,950.00
WBMAD/ULB/ RSM/469/24-25 Dated 10.12.2024	Upgradation of road at Sukanta Pally in Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,90,801.00
WBMAD/ULB/ RSM/471/24-25 Dated 10.12.2024	Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Ananda Dutta's House to Amal Babu's House at Deodhar Place under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,77,051.00

Bid Submission end date is being extended from **20.12.2024 at 11-00 hrs** to **25.12.2024 at 17-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

নাতিকে হেপাজতে চেয়ে সুপ্রিম দ্বারস্থ অতুলের মা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: বেঙ্গালুরুর ইঞ্জিনিয়ার মৃত অতুল সুভাষের মা চার বছরের নাতির হেপাজত চেয়ে তাই তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। ছেলেকে হারিয়ে এখন নাতিকেই আঁকড়ে বাঁচতে চাইছেন তিনি। তবে ওই শিশুর খোঁজ মিলছে না। সে কার কাছে আছে, কেউ জানে না। এ বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়ে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং কর্নাটক সরকারকে নোটিস দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

অতুলের সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে তাঁর মা অঞ্জু মোদি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, নাতি কোথায়, তা তিনি জানেন না। অতুলের মায়ের অভিযোগ, নাতিকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনও তথ্য তাঁকে বা তাঁর পরিবারকে জানানো হয়নি।

সূত্রের খবর, পুলিশকে নিকিতা জানিয়েছেন, ফরিদাবাদের একটি বোর্ডিং স্কুলে রয়েছে তাঁদের সন্তান। সে বর্তমানে নিকিতার কাকা সুশীল সিংহানিয়ার হেপাজতে রয়েছে বলেও পুলিশের কাছে দাবি করেছেন তিনি। যদিও শিশুটি কোথায় আছে, তা তিনি জানেন না বলেই পুলিশকে জানিয়েছেন সুশীল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংহের বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। আদালত তিন রাজ্যের সরকারকে নোটিস দিয়ে শিশুটির বর্তমান অবস্থান জানতে চেয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হন অতুল। মৃত্যুর আগে তিনি ২৪ পাতার একটি সুইসাইড নোট লেখার সঙ্গে রেকর্ড করেছিলেন দেড় ঘণ্টার ভিডিয়োবার্তা। স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়া এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছিলেন অতুল।

ভোপালের জঙ্গলে টাকার পাহাড়, তল্লাশিতে উদ্ধার ৫২ কেজি সোনা

ভোপাল, ২০ ডিসেম্বর: ভোপালের এক জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করল আয়কর দপ্তর। শুধু টাকা নয়, ৫২ কেজি সোনাও পাওয়া গিয়েছে। জঙ্গলে একটি পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে ওই টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে মেন্ডোরির কাছে জঙ্গলে একটি গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই খবর পাওয়ার পরই জঙ্গলে তল্লাশি চালানোর সময় গাড়ির ভিতর টাকার স্তূপ দেখতে পায় তারা। সঙ্গে সঙ্গে আয়কর দপ্তরকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে এসে গাড়িটিকে খতিয়ে দেখার সময় প্রায় ১০ কোটি নগদ উদ্ধার করে। পাশাপাশি সোনার বিস্কুটও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গত দু'দিন ধরে ভোপালের বিভিন্ন জায়গায় আয়কর দপ্তর এবং লোকায়ুক্ত পুলিশ যৌথ ভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। এর আগে ভোপাল এবং ইন্দোরের একটি ইমারতি সংস্থার ৫১টি ঠিকানায় তল্লাশি চালায় আয়কর দপ্তর। তারপরই বৃহস্পতিবার ভোপালের কাছে একটি জঙ্গলে পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে নগদ টাকা মেলার খবর পেয়েই তল্লাশি অভিযানে যেতেই ওই বিপুল পরিমাণ টাকা এবং সোনা উদ্ধার করে আয়কর দপ্তর। এই টাকা এবং সোনা কার, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে ইমারতি সংস্থায় তল্লাশি চালানো হয়েছিল, সেটির সঙ্গে এই টাকা বা সোনার কোনও যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD.

Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) invites tenders from interested parties for the purchase of used office assets. The details of assets and tender form can be obtained from our below-mentioned office address. The last date to submit the tender form is **5:00 PM on December 28, 2024. KRIBHCO** reserves the right to accept or reject one or all tenders received without assigning any reason whatsoever.

Krishak Bharati Cooperative Limited
148, Block-A, Lake Town, Kolkata-700089
Mob:-9830703407/8583054044

বাস্কেটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে স্ত্রী মেলানিয়াকে চুম্বন ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২০ ডিসেম্বর: স্ত্রীকে নিয়ে বাস্কেটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছেন ট্রাম্প। সেই ভরা স্টেডিয়ামেই মেলানিয়ার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুম্বন করছেন। নির্বাচনে ঐতিহাসিক সাফল্য পেতেই প্রকাশ্যে এসেছিল তাঁর প্রেমিক সত্ত্বা। বিজয় ভাষণ দিতে গিয়ে ভরা সভায় স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে গালে চুম্বন এঁকে দিয়েছিলেন। এবার ভরা স্টেডিয়ামও সাক্ষী থাকল তাঁদের ভালোবাসার। খেলা দেখার ফাঁকে জীবনসঙ্গিনীর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেন। নিমেষে ভাইরাল হল গভীর প্রেমের সেই ছবি।

কথা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে। আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত জীবন সবসময়েই চর্চায় থাকে। স্ত্রী মেলানিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক, দু'জনের দাম্পত্যের চড়াই-উতরাই, সমস্ত নিয়েই মুচমুচে গল্প ঘোরাফেরা করে ম্যাগাজিনের পাতায়। পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের পর ঘুষ দিয়ে তাঁকে বিষয়টি গোপন করতে চাপ দেওয়ার অভিযোগে গত মে মাসে

ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় নিউ ইয়র্কের আদালতে। সে সময় স্বামীর পাশে মোটেই ছিলেন না মেলানিয়া। এমনকী একসঙ্গে থাকছিলেনও না।

তবে ট্রাম্প বা মেলানিয়া কেউই প্রকাশ্যে নিজেদের বিবাহিত জীবন নিয়ে মুখ খোলেননি।

কিন্তু এই সাময়িক বিচ্ছেদ মিটে যায় আমেরিকার নির্বাচনের পর। গত ৫ নভেম্বর মার্কিন নির্বাচনে জেতেন ট্রাম্প। তারপরেই বিজয় ভাষণের মাঝে স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

স্ত্রীর লেখা বইয়ের প্রশংসা করে তাঁকে জড়িয়ে ধরে প্রকাশ্যে চুমু খান। তাঁর লড়াইয়ে সহধর্মিণীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সেই দৃশ্য দেখেই আলোচনা শুরু হয়, তাহলে কি দূরত্ব ঘুচিয়ে ফের এক হচ্ছেন দুজনে?

সেই আলোচনার মধ্যে ভাইরাল হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি নতুন ছবি। দেখা যাচ্ছে,৭৮ বছরেও প্রেমিক সত্ত্বা ধরে রেখেছেন ট্রাম্প। কেউ আবার বলছেন, মেলানিয়াকে তো নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগই দিচ্ছেন না প্রেসিডেন্ট। সবমিলিয়ে নেটদুনিয়ায় হইচই ফেলেছে এই ছবি।

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 06/2024-25 & 07/2024-25
Publishing & Submission Start Date: **19.12.2024 from 5.00PM,** Bid Submission Closing Date: **27.12.2024 up to 5.00 PM,** Bid Opening Date: **30.12.2024 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Date Corrigendum-2

NIT No. SFDC/MD/NIT - 13(e) 2024 -25
(Tender Id - 2024_SFDCL_776298_1)

Schedule of Dates:-

Bid Submission End Date: **27/12/2024** upto 4:00 p.m. Date of opening Technical Bid:**-30/12/2024 at 4.00 p.m**
Note:- Details of information are available In the website **https://wbtenders.gov.in**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-TENDER NOTICE

1) **Name of the Work:** Construction of Concrete Road near Talpukur Paar, Ward- 15, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-275/24-25
Tender ID : 2024_MAD_788667_1 • Estimated Amount : 4,73,475/-

2) **Name of the Work:** Side covering of CGI Shed with Steel near New Getanjali Housing Society within Ward No.- 25, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-274/24-25
Tender ID : 2024_MAD_788616_1 • Estimated Amount : 1,78,184/-

3) **Name of the Work:** Providing and Fixing M.S Ornamental Grill including 01 No. Gate at J.N Das Park Durga Mandir, within Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-273/24-25
Tender ID : 2024_MAD_788590_1 • Estimated Amount : 1,71,447/-

4) **Name of the Work:** Construction of Concrete Platfrom in front of Stage at City Centre Church, within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-272/24-25
Tender ID : 2024_MAD_788534_1 • Estimated Amount : 4,31,664/-

5) **Name of the Work:** Construction of Ghat near Waria, Ward- 36, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-252/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_788483_1 • Estimated Amount : 1,95,643/-

Last Date : 28th December 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

জন্ম হল এক নয়া নারী সম্ভাবনার

আজ যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা দিনে দিনে আরও বর্ধিত হবে এবং অচিরেই দুষ্কৃতীদের ভিত্তি নাড়িয়ে দেবে। আগামী দিনগুলিতে বহু আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অংশের মানুষের পক্ষ থেকে। নারীশক্তি একত্রিত হচ্ছে, নজর রাখছে তিলোত্তমার নির্যাতন ও খুনের বিচার কোনদিকে এগোয় সেই দিকে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলির দায়িত্ব এই আন্দোলনে সামিল হয়ে অর্ধেক আকাশের পাশে থাকার।

শুভাশিস বিশ্বাস

আরজি করের ঘটনায় এক অদ্ভুত অধ্যায়ের সাক্ষী হয়েছেন রাজ্যের মানুষ প্রতিদিন। এক তরুণী চিকিৎসক খুনের বিচার চেয়ে আন্দোলনের ঢেউ উপচে পড়ছে শহর-শহরতলি থেকে গ্রাম বাংলার পাড়ায় পাড়ায়। রাজনীতির রঙের ছোঁয়া এড়িয়েই আমজনতার ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। এক অভূতপূর্ব আন্দোলন দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রথমে তিনটি জায়গায় রাত দখলের পরিকল্পনা হল। প্রচার শুরু হল সামাজিক মাধ্যমে। এরপর সেই তালিকায় জুড়ে গেল আরও নানা অঞ্চলের নাম। দীর্ঘায়িত হল তালিকা। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা কত দাঁড়াল তার কেউ হিসেব রাখেনি। কিন্তু চোদ্দই অগাস্ট সকাল থেকেই হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা আসতে থাকে এমনও কারও কাছ থেকে যাঁরা কখনও মিছিলে হাঁটেননি। এমনকী প্রতিবাদ আন্দোলন থেকে দূরে থাকা পছন্দ করেছেন। তাঁরাও অংশ নেন রাত দখলের আন্দোলনে। রাতে দেখা গেল পথে নেমে এসেছেন অসংখ্য মানুষ। সেখানে পুরুষরা তো ছিলেনই, তবে নারীরাই সংখ্যায় অনেক এগিয়ে। এই প্রথম এই রাজ্যে কোনও মেনস্ট্রিম মিডিয়া নয়, সামাজিক মাধ্যম জন্ম দিল এক গণ আন্দোলনের। এরপরই অন্যদিকে এ রাজ্যে আনা হয় অপরাজিতা আইন। শুধু তাই নয়, অপরাধীদের শনাক্ত করে সাত দিনের মধ্যে ফাঁসির ব্যবস্থা করার দাবিতে পথ হেঁটেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য মন্ত্রী থেকে টলিউডের কুশীলবেরাও। তবু আরজি করের গণ প্রতিরোধ থামবার কোনও লক্ষ্মণ চোখে পড়েনি। বরং দিনের পর দিন আরও বহরে বেড়েছে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের মিছিল। অনেককেই দেখা গেছে কোথায় কোনও মিছিল বা প্রতিবাদ সভার কথা জানলে সেখানে হাজির হতে। উচ্চপদে কর্মরতাদেরও দেখা গেছে শাঁখ বাজিয়ে মিছিলের অংশ হতে। কোনও রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ না নেওয়া গৃহবধূও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন প্রতিবাদী কবিতা। ক্লাস টুয়েল্‌ভ পড়া কন্যার আবদারে তাঁর বাবাকেও যেতে হয়েছে কন্যার হাত ধরে প্রতিবাদী সভায়।

এই সব মিছিল থেকে কৈশোর উত্তীর্ণ মেয়েদের গলায় স্লোগান উঠেছে উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এই প্রতিবাদের ভাষা শুনে অভিভূত হতে দেখা গেছে পুরুষদেরও। ডাক্তারদের সঙ্গে শিক্ষক, অধ্যাপক, আইটি কর্মীরা যেমন পথে নেমেছেন, তেমনি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঠেলাচালক, অটোচালক, শ্রমিক বন্ধুরা স্যালুট জানিয়েছেন দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ, নাতিদীর্ঘ এই সব মিছিলকে। এমনকী এই সব মিছিলের জেরে রাস্তা বন্ধ হওয়ার পর আটকে পড়া বাইক চালককে দেখেছি অন্য বাইক চালকদের অস্থিরতার জন্য ধমক দিতে, ধৈর্য ধরতে বলতে। দাঁড়িয়ে থাকা বাস থেকে নেমে প্রতিবাদী মিছিলে অংশও নিতে দেখা গেছে আমজনতাকে। রাতে রাস্তায় আটকে পড়ে ঘরে ফিরতে দেরি হলেও বিরক্ত হননি অধিকাংশ মানুষ।

রাত জাগা প্রতিবাদী ডাক্তারদের স্পর্ধায় হার মেনেছে পুলিশ। রাজ্যের রাজধানীর নগরপালের সামনে আলোচনার টেবিলে কঙ্কালের মেরুদণ্ড বসিয়ে তাঁরা দাবি করেন স্বয়ং নগরপালের পদত্যাগ। শোনা গেছে সেই আলোচনায় ডাক্তারদের প্রশ্নের উত্তরে পুলিশের বড় কর্তাকে এও জানাতে যে গত এক মাস ধরে চলা শহরের উথালপাথাল পরিবেশেও তিনি তাঁর নিজের কাজে খুশি। কিন্তু নির্যাতিতার পরিবার-সহ গোটা রাজ্যের অখুশি মানুষ যখন পুলিশ প্রশাসনের ভুমিকায় ক্ষোভে যন্ত্রণায় ফুটছে। রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ বাক্যবন্ধ আপাত দৃষ্টিতে অ-রাজনৈতিক এক সাধারণ দাবি মনে হলেও তার আড়ালে নিহিত ছিল নির্যাতিতার বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ।

সরকারি ব্যবস্থায় তদন্তে কালবিলম্বের সাথে সাথে মানুষের ক্ষোভের বহর বাড়তে থাকে। সঙ্গে বাড়তে থাকে ন্যায্য বিচার দ্রুত পাওয়ার জেদ। মানুষ অভিজ্ঞতার বিনিময়ে বুঝেছে যে সুবিচারের লক্ষ্যে প্রয়োজন দ্রুত, স্বচ্ছ এবং কার্যকরী তদন্ত।

এই ধরনের ঘটনা তো অন্য রাজ্যও ঘটেছে। ঠিকই তো, অন্য রাজ্যে কেন আমাদের রাজ্যেও নারী নির্যাতন, খুন এসব ভাবা যায় না এরমকম তো নয়। হাথরাস যেমন আছে, কামদুনিও আছে। শুধু তাই নয়, ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা আগে ঘটেনি তা নয়। পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, মধ্যমগ্রামের ঘটনা এখনও কেউ ভুলে যাননি। এই সব ঘটনায় এই ধরনের গণ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তাহলে তিলোত্তমার খুনের বিচার চেয়ে এই আন্দোলন গড়ে উঠল কারণ, তিলোত্তমার ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে সাধারণ ভাবে দুষ্কৃতীদের ঘটানো একটি ঘটনা বলা যাবে না। ঘটনাটি ঘটেছে কর্মক্ষেত্রে, যেখানে নিরাপত্তার কোনও রকম ব্যত্যয় ঘটাই অস্বাভাবিক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিস ইত্যাদি জায়গায় এই রকম ঘটনা আশা করা যায় না।

সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি পরিসরে কর্মরত একজন ডাক্তারের নারকীয় হত্যাকাণ্ড এরকম ঘটনার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। সরকারি পরিসরে একজন কর্মচারীর অধিকার অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সুরক্ষিত। তাঁর কাজ ও অধিকার দুটোই সরকারি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সুরক্ষিত, যেখানে ব্যক্তিগত আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা কম। সেরকম একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সর্বোচ্চ পেশাদারী কাজে নিযুক্ত একজন ডাক্তার তাঁর কাজের জায়গায় সহকর্মীদের উপস্থিতিতে নৃশংসভাবে অত্যাচারিত ও খুন অচিন্তনীয়।

স্বাভাবিকভাবেই এইসব জায়গায় নিরাপত্তাহীনতার অর্থ হল প্রশাসনের চূড়ান্ত অপদার্থতা। বিশেষ করে একজন ডাক্তার, যিনি হাসপাতালে সেই সময়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন, সেই অবস্থায় যদি তিনি নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে সবচেয়ে জোরাল আঘাত আসে নারীর ক্ষমতায়নে। যারা তুলনামূলক অরক্ষিত পরিসরে নানা কাজে নিযুক্ত এবং যারাই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা শুধু হতবাকই নন বরং চরম আতঙ্কে আচ্ছন্ন।

আমাদের সমাজে এখনও বহু সামন্ততান্ত্রিক উপাদান মজুত রয়েছে যেখানে সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের সমান অবস্থান বহু ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে স্বীকৃত নয়। সুতরাং, এই ধরনের জঘন্য এক ঘটনা ঘটলে, সমাজের পশ্চাদগামী অংশ থেকে বাধা আসে নারীর অগ্রগতির পথে। নারীর এগিয়ে চলা, শিক্ষা লাভ করা, সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা বা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এগিয়ে যাওয়া এই সব বিষয়েই নারীকে পেছন থেকে টেনে ধরা হতে থাকে। সমাজ শিখিয়ে দিতে থাকে নারী কীভাবে চলবে, কোন্ ধরণের পোশাক পরবে, কখন কখন বাইরে বেরোবে বা আদৌ ঘরের বাইরে পা রাখবে কিনা। পুরুষ শাসিত সমাজে রাজনৈতিকভাবেও নারীর চারদিকে লক্ষ্মণের গণ্ডি টেনে দেওয়ার চেষ্টা হতে থাকে, যার ব্যতিক্রম ঘটেনি তিলোত্তমার নৃশংস হত্যার পরবর্তী সরকারি নির্দেশিকায়। সরাসরি নারীকে কর্মক্ষেত্রে রাতে ডিউটি দিতে নিষেধ করা হল। অন্যান্য নিষেধাজ্ঞাও রাখা হল, যাতে নারী কখনওই কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ না হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের কোম্পানিগুলি নিয়ে গত কয়েক বছর সমীক্ষায় সামনে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তাতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের কোম্পানিগুলি তাদের বার্ষিক রিপোর্টে যৌন হেনস্থার ঘটনা আরও বেশি বেশি করে উল্লেখ করেছে পরবর্তী বছরগুলিতে, কিন্তু যে হারে অভিযোগ জমা পড়েছে তার চেয়ে অনেক কম হারে তার সমাধান হয়েছে। অর্থাৎ এই বিষয়ে সামাজিক শিথিলতা প্রবল। সমাজের চোখে এটি একটি সাধারণ ভুল করার মত ঘটনা হলেও আক্রান্ত মহিলার মননে এর স্থায়ী ট্রমার প্রভাব থেকে যায় দীর্ঘদিন, এমনকি সারা জীবনও। সারা পৃথিবীতে এমন মহিলা খুঁজেই পাওয়া যাবে না যিনি কোনও রকম হেনস্থার শিকার হননি। আক্রান্ত হওয়ার প্রভাব মারাত্মক এবং তা স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক স্থিতিকে আঘাত করে। বড় কোম্পানিগুলিতে এই ঘটনাগুলি বেশি নথিভুক্ত হয়, কিন্তু ছোট বা মাঝারি কোম্পানিতে অনেক কম ঘটনা নথিভুক্ত হয়। বেশি আয় থাকলে আক্রান্ত যে জোরের সঙ্গে অভিযোগ করতে পারেন, আয় যত কমে আসে, অভিযোগ করার জোর স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বড় কারণ হল, এই হেনস্থা ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি পথ বা উপায়। ঠিক এই কারণেই অধস্তন মহিলা কর্মচারী তাঁর কর্তা বা কখনও কর্ত্রীর কথার অন্যথা না করে হেনস্থা মেনে নেন। এই হেনস্থার সাথে ক্ষমতার বিন্যাস ভীষণভাবে যুক্ত। তবে এই আন্দোলনে আন্দোলনের মেজাজে একটা ব্যাপার স্পষ্ট ছিল যে আরজি করের প্রতিবাদ আর কেবল এক ডাক্তারের মৃত্যুর ঘটনায় আটকে নেই। এই প্রতিবাদী আন্দোলনে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা এই আন্দোলনকে ভিন্ন মাত্রায় যুক্ত করেছে এবং এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, নারী নির্যাতনের ঘটনা মানেই তা ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু সেই ঘটনা যদি কোনও নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে ঘটে এবং যদি স্পষ্টতই মনে করা যায় যে ঘটনাটি একটি পূর্ব পরিকল্পিত হত্যার চক্রান্ত, তাহলে সেই ঘটনা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম অপরাধ। সুতরাং সেইভাবেই তাকে দেখতে হবে। তাই আজ যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা দিনে দিনে আরও বর্ধিত হবে এবং অচিরেই দুষ্কৃতীদের ভিত্তি নাড়িয়ে দেবে। আগামী দিনগুলিতে বহু আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অংশের মানুষের পক্ষ থেকে। নারীশক্তি একত্রিত হচ্ছে, নজর রাখছে তিলোত্তমার নির্যাতন ও খুনের বিচার কোনদিকে এগোয় সেই দিকে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলির দায়িত্ব এই আন্দোলনে সামিল হয়ে অর্ধেক আকাশের পাশে থাকার।

কল্পকাহিনী নয়, ‘প্যাড-ওম্যান’ হওয়ার বাস্তব কাহিনী

অক্ষয় কুমার অভিনীত ছবি ‘প্যাড ম্যান’ একসময় সাড়া ফেলেছিল গোটা দেশে। তামিলনাড়ুর অরুণাচলম মুরুগানান্থামের বায়োপিকে অভিনয় করেছিলেন অক্ষয়। অহেতুক মুখচোরা ভাব ঝেড়ে ফেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রয়োজনীয়তার কথা দেশজুড়ে তুলে ধরে বিশ্ববাসীর কুর্নিশ পেয়েছিলেন তিনি। ক্রমে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন সস্তায় প্যাড বানিয়ে মহিলাদের সাহায্য করতে।

এতো গেল রুপোলি পর্দার কথা। এই ঘটনাকেই বাস্তবে করে দেখান অমন প্রীত। করোনা আবহে মানুষ নানা ভাবে বিপদগ্রস্তের সাহায্যে নানা ভাবে এগিয়ে এসেছেন। কেউ কমিউনিটি কিচেন খুলেছেন। কেউ ঘরবন্দি মানুষের বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল, তেল পৌঁছে দিয়েছেন। এবার অন্যরকম একটা সমস্যা কাটানোর চেষ্টা করেন দিল্লির আইআরএস অফিসার অমন প্রীত।

অমন প্রীতের বাড়ি পঞ্জাবের লুধিয়ানায়। ২০১০ ব্যাচের এই অফিসারের নজরে আসে যে, লকডাউনের সময়ে প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলাই স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে পারছেন না। তখনই সিদ্ধান্ত নেন এ ব্যাপারে কিছু করবেন। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নিয়ে তিনি শুরু করেন প্যাড বিলি করা। করোনার সংকটে এ ভাবে মহিলার হাইজিন রক্ষায় কাজ করার নজির বড় একটা নেই। আর এই ভাবেই অমন প্রীত পৌঁছে গেলেন মহিলাদের একেবারে মনের কাছে। ১৭টি রাজ্যের প্রায় ১০ লাখ মহিলার কাছে তিনি এখন ‘প্যাড উওম্যান’। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে অমন প্রীত বলছেন, ‘করোনা আবহের মধ্যে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন রক্ষার দিকে নজর রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটার কারণেই বন্ধু, স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নিয়ে এই কাজটায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মনে হল এটা করতেই হবে।’

শুধু অমনপ্রীত কেন খোদ বাংলাতেও আছে এমন সব চরিত্র যাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন প্রান্তিক মহিলাদের কাছে। অতিমারিতে খাবার পৌঁছে দিতেই তাঁরা পথে নেমেছিলেন। তখনই জানতে পারেন, অনেক মহিলা এখনও সচেতনতার অভাবে কিংবা দারিদ্রের কারণে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করেন না। তাই গত জানুয়ারি মাস থেকে বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের বিভিন্ন গ্রামে কিশোরী ও মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিলি করে, তার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরছেন এক দল ছাত্রী। স্থানীয় সূত্রে খবর, ‘ওই ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু ছাত্র অতিমারি-পর্বে সামাজিক নানা কাজ করছেন।’

পাত্রসায়রের বাসিন্দা তথা কলকাতার সাগর দত্ত মেডিক্যালের হাসপাতালের নার্সিংয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সোমাশ্রী নন্দী, পাত্রসায়র কলেজের কলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের নিবেদিতা ঘোষ এবং দ্বিতীয় বর্ষের মৌমি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘ত্রাণ দিতে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের থেকে আমরা তাঁদের ঋতুকালীন নানা সমস্যার কথা জানতে পারি। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার না করে তাঁরা নোংরা কাপড় বার বার ব্যবহার করেন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। সে জন্য সংক্রমণ যেমন হয়, তেমনই গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের সময় অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মেয়েদের।। বার বার গ্রামে গিয়ে এ কথা বোঝানোর পরে তাঁদের মধ্যে ন্যাপকিন ব্যবহারে অনেকখানি উৎসাহিত করা গিয়েছে।’

পাত্রসায়রের চন্দনকেয়ারী, রাখাশোল, কাকাটিয়া, পলাশবুনি, ডুমনি, শিবকুণ্ডা প্রভৃতি গ্রামগুলির অধিকাংশই আদিবাসী-প্রধান। মূলত দিনমজুরদের বাস। নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রাণীবিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী বালসীর দিয়া মিশ্র জানান, কারও কারও মধ্যে সচেতনতা তৈরি হলেও অতিমারিতে যেখানে খাবার জোগাড় করতে নাজেহাল অবস্থা, সেখানে স্যানিটারি ন্যাপকিন কেনার ভাবনা বিলাসিতার সমান। তাই ওই ছাত্রীরা প্রথমে নিজেদের খরচ বাঁচিয়ে ন্যাপকিন কিনে তুলে দেন মহিলাদের হাতে। এখন শিক্ষক, বন্ধুদের অনেকেই তাঁদের সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছেন।

দিদিদের এই কাজে কৃতজ্ঞ স্থানীয় কিশোরীরাও। কাকাটিয়ার এক কিশোরী এই প্রসঙ্গে এও জানান, ‘দিদিদের কাছে জেনেছি, ঋতু স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে লজ্জার কিছু নেই। দিদিদের দেওয়া স্যানিটারি ন্যাপকিনই ব্যবহার করি।’

শুধু ভারত কেন ভারতের বাইরে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এক ছবি। তরুণী তামারা মাগওয়াশুর দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব দিকের কেপ প্রদেশে থাকতেন। মা ছিলেন ‘সিঙ্গল মাদার’। চরম দারিদ্রের মধ্যে কাটে তাঁর শৈশব। ঝুপড়ি ঘরে ছিল না বিদ্যুৎ। খুব কষ্ট করে খাবার জল সংগ্রহ করতে হত তাঁদের। ছোটবেলায় সামর্থ্য ছিল না স্যানিটারি প্যাড কেনার। যৌবনে পৌঁছে তিনিই এখন স্কুলে স্কুলে বিনামূল্যে বিলি করে বেড়াচ্ছেন স্যানিটারি প্যাড। বাস্তবিকই ‘প্যাড ওম্যান’ হয়ে উঠেছেন তিনি। জনপ্রিয় মার্কিন ম্যাগাজিন ‘ফোর্বস’-র অনূর্ধ্ব ৩০ সমাজ পরিবর্তনকারীদের তালিকায় নামও উঠেছে তাঁর। এই প্রসঙ্গে তামারা জানিয়েছেন, ‘পিরিয়ডসের সময় মা-র দেখাদেখি কাপড় ব্যবহার করতাম। স্কুলে গেলেই সহপাঠীরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। ওই সময়টায় আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম।’ শুধু তাই নয়, পিরিয়ডসের দিনগুলিতে প্রায় এক সপ্তাহ স্কুলে যেতেন না তামারা। এতে তাঁর পড়াশোনায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। যদিও হাল না ছেড়ে দাঁতে দাঁত চেপে স্কুল জীবন শেষ করেন তিনি। সঙ্গে এও জানান, ‘দীর্ঘক্ষণ কাপড় ব্যবহারের ফলে অন্যান্য শারীরিক সমস্যা শুরু হয়েছিল। সেই কারণেই স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলাম। স্কুল ছুটির পর কাজের জায়গায় যেতাম। ওই রোজগার দিয়েই প্রথম স্যানিটারি প্যাড কিনি।’

স্কুল জীবন শেষ করার পর এই সমস্যা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল তামারাকে। নিজের উদ্যোগেই স্কুল পড়ুয়াদের স্যানিটারি প্যাড বিলি করছিলেন তিনি। ২৭ বছরে পৌঁছে এই নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করেন তামারা। বর্তমানে ইস্টার্ন কেপের কয়েক’শ স্কুলে স্যানিটারি প্যাড বিলি করে তামারার ওই সংগঠন। এরই পাশাপাশি তামারা এটাও জানাতে ভোলেননি, ‘পিরিয়ডস নিয়ে এখনও সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনেক কিশোরীতো ব্যাপারটার গুরুত্বই বুঝতে পারে না। তাছাড়া এই সময় বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সেই জায়গা থেকেই দরিদ্র ছাত্রীদের মধ্যে স্যানিটারি প্যাড বিলি করছি আমরা।’ যাঁরা কঠিন এক আবহে প্রান্তিক মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে নয়া দিশা দেখালেন তাঁরা অতিমানবী তো বটেই।